আড়াই তালের ছন্দে

বহৎ তরজার লড়াই।

প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড।

সুপ্রসিদ্ধ তারক পাল ও মধু ঠাকুরের

আড়াই তাল চুটকী ছন্দে

শ্রীতিনকড়ি বিশ্বাস কর্ত্তৃক

বিরচিত।

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী হইতে,

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

পঞ্চানন প্রেস।

কলিকাতা,—২৫।৩ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন,

কে, এল, মাইতি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩১ সাল।

খিল হরিবংশ।

(সুন্দর সুন্দর সুরঞ্জিত চিত্রসহ, রৌপ্যখচিত বিলাতি বাঁধাই।)

রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় পুণ্য কাহিনীপূর্ণ ইহা বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহা পাঠ না করিলে মহাভারত পাঠের সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। যাহাতে সকলে বুঝিতে, পড়িতে ও শিক্ষালাভ করিতে পারেন, সে জন্য ইহা মহাভারতের ন্যায় সুললিত পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহা জ্ঞানের অয়স্কান্তমণি, ভক্তির প্রস্রবণ, ধর্ম্মের বৈজয়ন্ত, পুণ্যের নন্দন-কানন। এ হেন গ্রন্থের মূল্য ৫৲ হওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র ধার্য্য করা গেল।

সচিত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৺মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গলীলার কথা কি আর বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে? ইহাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আদি, মধ্য, অন্ত্য সমস্ত লীলাই সুচারু ভাষায় বর্ণিত আছে। আসুন ভক্তগণ! একবার এই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-রাশির মধ্যে অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া দেখিয়া বিমল আনন্দ-সাগরে ভাসমান হউন। কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

সশিষ্য শ্রীচৈতন্য।

ইহাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এবং অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, রূপ-সনাতন, নিত্যানন্দ, হরিদাস, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ গোস্বামী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রামানন্দ রায়, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি শিষ্যগণের বিস্তৃত জীবনী লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৷০ সিকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-রহস্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এ পর্য্যন্ত এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থে গণিত দিনবৃন্দ গণনা, অয়নাংশগণনা, গ্রহস্ফুটগণনা, তদ্রাদি দ্বাদশ ভাব ও ভাবসন্ধি গণনা, ভাব বিচার, মারক ও রিষ্টাদি বিচার, ষড়বর্গ নির্ণয়, ষণ্নাড়ী, শতপদচক্র গণনা, ত্রিপাপ গণনা, সর্ব্বতোভদ্র চক্র, সূর্য্যকালানল চক্র, চন্দ্রকালানল চক্র, শনিচক্র, গণনা, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী দশাগণনা ও তাহার ফলাফল বিচার, স্ত্রীজাতক গণনা, নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার, বিবাহের কন্যা নির্ব্বাচন ও যোটক বিচার, বিখ্যাত মহাপুরুষদিগের জন্মপত্রিকা বিচার প্রভৃতি শত শত বিষয়ে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। প্রকাণ্ড গ্রন্থ, মূল ও অনুবাদ একত্রে মূল্য ২৷০ টাকা মাত্র।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

—:*:—

প্রথম খণ্ড।

দেব দেবীর বন্দনা ৫
একটী মানুষের দুটী দেহ তাহার জবাব ৮
ছাগলের পুত্র হয়ে রাজা হয় তাহার জবাব ১০
কোন রমণীর শত বদন ও পতিশিরে ভ্রমণ করে থাকে তাহার জবাব ১১
গঙ্গাজল শোধনের উপায় তাহার জবাব ২১

দ্বিতীয় খণ্ড।

চার বেদ কি জন্য তাহার জবাব ২৬
কোথায় ধান্যের উৎপত্তি তাহার জবাব ২৯
রাম রূপে কৃষ্ণ রূপ ধারণ তাহার জবাব ৩৩
কৃষ্ণাবতারে রাম রূপ ধারণ তাহার জবাব
স্বামী হয়ে কে স্ত্রীর গর্ভে বাস করেছে তাহার জবাব ৪৪

তৃতীয় খণ্ড।

জামাই পতি কে বাঞ্ছা করেছিল তাহার জবাব ৪৬
শ্রীকৃষ্ণের কি জন্য মামী পত্নী তাহার জবাব ৫০
কোন মুনি ভাদ্রবধূ হরণ করে তাহার জবাব ৫৩

চতুর্থ খণ্ড।

শকুনির পাশা কিসে নির্ম্মাণ তাহার জবাব ৫৮

পঞ্চম খণ্ড।

কৃষ্ণ বাঁশী ত্যজে অসি ধরে কোনখানে তাহার জবাব ৬৬
গোষ্ঠ ৭১
তরজা ভঙ্গ ও শ্রোতাগণের প্রতি উত্তর ৭২

———

সাধক প্রবর শ্রীশ্রীজ্যোতিষানন্দ ভাগবত প্রণীত—

কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব।

গৌরাঙ্গ অবতারের পূর্ণত্ব স্বীকার হেতু নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারায় সপ্রমাণ। কলিযুগে হরিনাম যজ্ঞ প্রশস্ত কি না? নিষ্কাম ও সকাম ভক্তিযোগের লক্ষণ কিরূপ? প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে? কৃষ্ণভক্তের পক্ষে স্বর্গলাভ বাঞ্ছনীয় কি না? গোপীভাব ও গোপীযজ্ঞ কি প্রকার? প্রাণায়াম প্রণালী কিরূপ? মাধুর্য্যভাব শ্রেষ্ঠ কি না, কৃষ্ণভক্ত নীচকুলোদ্ভব হইলেও পূজ্য কি না? শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সম্বন্ধ নির্ণয় ও রাসলীলার উদ্দেশ্য বর্ণন, প্রতিমা পূজাদি নিষ্কাম উপাসনা কি না এবং কৃষ্ণপ্রীতির উপায় অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে। ৪ খানি সুরঞ্জিত চিত্রসহ বিলাতি বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল নাগ প্রণীত—

পরলোক-তত্ত্ব

জীব কি, জন্মমৃত্যু কেন? মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? আত্মা কি? আত্মার আধার ও প্রকার কি? দেহত্যাগকালে আত্মাকে চাক্ষুষ দেখা, আত্মা কোথায় থাকে, আর ফিরিয়া আসে কি না? কর্ম্মফল, জন্মান্তর কি? তদ্ভানুসারে পিশাচসিদ্ধি, আধুনিক প্রেততত্ত্ব, প্রেতগণ কর্ত্তৃক স্বর্গ ও নরক বর্ণনা, ছায়ামূর্ত্তি দর্শন, পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

মোক্ষ-তত্ত্ব

১। ব্রহ্মতত্ত্ব—ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ, সাকার কি নিরাকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি? ২। জীবতত্ত্ব—জীবের উৎপত্তি, নিত্যতা ও ইহার কার্য্য। ৩। কর্ম্মতত্ত্ব—কর্ম্ম কি? কর্ম্মের বিশুদ্ধতা, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের বিশদ ব্যাখ্যা। ৪। যোগতত্ত্ব—যোগসাধনের বিবিধ উপায় ও আসনাদি। ৫। মোক্ষতত্ত্ব—জীব কি উপায়ে মোক্ষলাভ করিতে পারে, তাহা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। বিলাতি বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত—

সাধক-জীবনী

ইহাতে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, রামানুজ, জয়দেব, মীরাবাই, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ, তুকারাম, কবীর, নানক, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, তুলসীদাস, পওহারী বাবা, রূপ সনাতন প্রভৃতি বহু সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনী, অলৌকিক ঘটনাবলী ও ফটো চিত্রাবলী আছে। প্রকাণ্ড গ্রন্থ, মূল্য ২৲।

আড়াই তাল ছন্দে

বৃহৎ তরজার লড়াই।

প্রথম খণ্ড।

বাদী ভগীরথ গাঙ্গুলী, প্রতিবাদী বংশীবদন ঘোষ।

আগে আশোর গাঙ্গুলী মহাশয়।

রাগিণী খচভৈরবী—তাল আড়খেম্‌টা॥

কালী কালী বলে এবার অজপা করিব সারা।
কালের মুখে দিয়ে কালী মুদিব নয়ন-তারা॥
তারানাথ বলেছেন বাণী, কালী কাল নিবারিণী,
আদ্যাশক্তি সনাতনী, কলুষ নাশিনী তারা।
রসনা ধনুকের গুণে, কালী নাম ধর টেনে,
দেখিবে সে মন্ত্র গুণে, প্রাপ্ত হবে সারাৎসারা॥

করি-বদন করি স্মরণ করিব বন্দনা। আয় রে ভাই ঢুলি দাদা বাজাও রে বাজনা॥ আমি বামুনের ছেলে, আমি বামুনের ছেলে, ফলার পেলে, থাক্তে নাহি পারি। কাল খেয়েছি পচা দই মোহন মুচির বাড়ী॥ গলাটা ধরে গেছে, গলাটা ধরে গেছে, বেধে গেছে উর্দ্ধকের কর্ম্ম। গাইতে এলেম তরজা রে ভাই না বুঝে তার মর্ম্ম॥ তাইতে তোরে বলি, তাইতে তোরে বলি, ওরে ঢুলি, শোন্ রে আমার বাণী। মিষ্টি মিষ্টি বাজাও বোল অপূর্ব্ব কাহিনী॥ দেখ ঐ কতক-গুলি, দেখ ঐ কতকগুলি, বিজ্ঞ মিলি, এই আশোরের মাঝে।

তরজা কবি শুনবে বলি বসিয়া বিরাজে ॥ আমি ভাই অতি দীন, আমি ভাই অতি দীন, মতি হীন, গাইতে কিবা জানি। আগে করি বন্দনাটা যুড়ে যুগল পাণি ॥ কোথায় মা বাগ্‌বাদিনী, কোথায় মা বাগ্‌বাদিনী, বীণাপাণি, শ্বেত বস্ত্র পরা। মম কণ্ঠে বসি তরজা কবি বলে দেও মা ত্বরা ॥ তুমি মা কত স্থানে, তুমি মা কত স্থানে, কত জনে, করে দেছ কবি। তবে কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুরা হইবি ॥ আমি মা করি জোর, আমি মা করি জোর, হই গো তোর, অবোধ যে ছেলে! কণ্ঠে বসে মধুর রসে তরজা দে মা বলে ॥ কোথায় মা ভবরাণী, কোথায় মা ভবরাণী, ভয় হারিণী, বিশ্বের জননী। পড়েছি মা ঘোর বিপদে তরাও মা তারিণী ॥ কোথায় মা সিন্ধুসুতা, কোথায় মা সিন্ধুসুতা, অন্নদাতা, ডাকি বারে বারে। তুমি শূন্য হলে গো মা সব বুদ্ধি হরে ॥ কোথায় হে গজানন, কোথায় হে গজানন, কর ত্রাণ, বিঘ্ন করি নাশ। তুমি না রাখিলে ঠাকুর, মরে তব দাস ॥ কোথায় হে ত্রিপুরারী, কোথায় হে ত্রিপুরারী, প্রেম ভিখারি, ত্রিশূল ধারণ। হৃদয় মাঝে আসি একবার দেহ দরশন ॥ তুমি হও সদানন্দ, তুমি হও সদানন্দ, নিরানন্দ, কখনও রাখ না। অমৃত ভোগ ত্যজ্য করে বিষেতে বাসনা ॥ কোথায় হে হৃষীকেশ, কোথায় হে হৃষীকেশ, অতি সুবেশ, ত্রিভঙ্গ মুরারি। হৃদয় মাঝে উদয় হও করি হে আরতি ॥ কোথায় হে পদ্মযোনি, কোথায় হে পদ্মযোনি, চার মুখখানি, ডাকি বারে বার। তোমা ভিন্ন কে নে যেতে পারে ভব পার ॥ এ যে তোমার সৃষ্টি, এ যে তোমার সৃষ্টি, কর দৃষ্টি, বিস্তার নয়ন। তোমার দৃষ্টি হলে কার সার্থক জীবন ॥ আছেন কত দেব, আছেন কত দেব, কত লব, তাঁহাদের স্মরণ। তোমার স্মরণে তাঁদের পূজিব চরণ ॥ তুমি কৃপা করে, তুমি কৃপা করে, আজ আশোরে, লয়ে সকল দেবে। আমার বন্দনার ফুল দিবে সকল দেবে ॥

আছেন ষষ্ঠী মাকাল, আছেন ষষ্ঠী মাকাল, আর রাখাল, রাজচক্রবর্ত্তী। শীতলা মনসা মাতা সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী॥ আমি একে ওকে, আমি একে একে, সবে ডেকে, করিলাম বন্দনা। কোন দেবের পদে যেন না হই বঞ্চনা॥ সবে দয়া করে, সবে দয়া করে, এই আশোরে, দেহ দরশন। হৃদি পদ্মাসন আমি করিলাম আসন॥ কোথায় মাতা পিতা, কোথায় পিতা মাতা, জন্মদাতা, এই ভারত ভূমে। তোমাদের চরণধূলি লইলাম ক্রমে॥ দিয়ে পদছায়া, দিয়ে পদছায়া, মম কায়া, রাখ এ সংগ্রামে। আহ্লাদে যাইতে যেন পারি গো আশ্রমে॥ শুন সভাজন, শুন সভাজন, নিবেদন, তোমাদের চরণে। সকলে বন্দনা করি ছোট বড় জনে॥ এ কি লজ্জার কথা, এ কি লজ্জার কথা, মর্ম্মে ব্যথা, মন হলো উদাস। চাষার সঙ্গে তরজা গাব না হবে প্রয়াস॥ ও যে চাষার ছেলে, ও যে চাষার ছেলে, সকলে বলে, নামটি বদন ঘোষ। হাল ফেলে বল করে এলো দেখে হচ্ছে রোষ॥ না জানে বাপের কালে, না জানে বাপের কালে, কোন বলে, গাইবে তরজা করি। হেথা সেথা করে গাবে সব হবে খারাপি॥ শোন রে ওরে বদন, শোন রে ওরে বদন, তোরে এখন আমি বলে যাই। দেশে গিয়ে চাষ করোগে মটোর মুশুর রাই॥ এ যে তরজা কবি, এ যে তরজা কবি, নয় আজগুবি, কেমনে সম্ভবে। দশের কাছে পেলে অপমান মর্ম্মে মরে যাবে॥ আর অধিক করে, আর অধিক করে, বল্লে পরে, সময় কেটে যাবে। বলে যাই শাস্ত্র কথা ফল যাতে দাঁড়াবে॥ বল কোনখানেতে, বল কোনখানেতে, কি জন্যেতে, কোন নৃপবর। একটি প্রাণ দুটি দেহ ব্যক্ত চরাচর॥ এ যে অসম্ভব, এ যে অসম্ভব, করে সম্ভব, বল দেখি এবে। শুনিলে সকলের মনে আনন্দ হইবে॥ দেখ একটি প্রাণী, দেখ একটি প্রাণী, দেহ দুইখানি, অতি অসম্ভব। শুনিলে হইবেন

তুষ্ট জ্ঞানী সব॥ এবার হলো দেরি, এবার হলো দেরি, রইতে নারি, বন্দনা করিতে। বিদায় হয়ে যাই বাবু গো সকলের সাক্ষাতে॥ সবে হরি বল, সবে হরি বল, দিন গেল, এলো কাল-চর। এইবার এসে ভাল করে দিব প্রত্যুত্তর॥

বদন ঘোষের আশোর।

একটি মনুষ্যের দুটি দেহ তাহার জবাব।

রাগিণী বারোঙা। তাল ঠুংরি।

ভবে এসে ঘটিল কি দায়।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে ভেবে প্রাণ যায়॥
কোথায় হে জগদীশ্বর, এ দাসে কৃপা বিতর,
তনু হলো জর জর, আর নাহি সয়,
সংসার গারোদে পুরে, বন্দী করে মায়া ডোরে,
ফাঁকি কেন দেও হে মোরে, দেখে নিরাশ্রয়॥

কোথায় শিব শারদা, বাক্‌বারদা, কোথা গো জননী। মম কণ্ঠে বসে তরজা কবি বলাও মা আপনি॥ ছিল মনে মনে, ছিল মনে মনে, অনেক দিনে, হইল মিলন। বুঝে নেব ভারি ভুরি যত বিবরণ॥ ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, ক্ষমা কর, যত মহাশয়। যে কথাটি বলে গেলো বল্‌বো সমুদয়॥ আজ কিবা শোভা, আজ কিবা শোভা, মনো-লোভা, হয়েছে এই স্থানে। ইচ্ছা করে প্রণাম করি সবার

চরণে॥ দেখ ধৈর্য্য হলে, দেখ ধৈর্য্য হলে, বলি সকলে, কত গুণ হয়। বিভীষণে মার্‌লে লাথি রাবণ দুরাশয়॥ ও সে লাথির জোরে, ও সে লাথির জোরে, সাগর পারে, আসিয়া পৌছিল। শ্রীরামের কাছে আসি শরণ লইল॥ দেখ তাহার পরে, দেখ তাহার পরে, শ্রীরাম করে, রাবণ মরিল। বিভীষণ সেই লঙ্কায় রাজত্ব করিল॥ হলো ঘোর কলি, হলো ঘোর কলি, কাকে বলি, এ সব বারতা। বল্লে একটি প্রাণী, দেহ দুখানি, হবে অসম্ভব কথা॥ ভাবি মনে মনে ভাবি মনে মনে, মনাগুণে, কি করি এখন। কোথা আছ দীনতারিণী দে মা দরশন॥ তুমি মা মহামায়া, তুমি মা মহা-মায়া, তব মায়া, কে বুঝিতে পারে। তুমি যদি রক্ষা কর ভয় করি কারে॥ তুমি কেমন মেয়ে, তুমি কেমন মেয়ে, যাব কয়ে, শুন্‌বে যত জন॥ পতি বক্ষে রেখে চরণ বিরাজ কখন॥ সে যে দেবদেব, সে যে দেবদেব, মহাদেব, তোমায় ভাল চিনে। লোকে বলে অসম্ভব এমন ধারা কেনে॥ সে যে ত্রিপুরারি, সে যে ত্রিপুরারি, প্রেমভিখারী, ত্রিভুবনেশ্বর। তিনি যে রেখেছে বক্ষে জেনে তদন্তর॥ ঐ শ্রীচরণ জোরে, ঐ শ্রীচরণ জোরে, ডঙ্কা মেরে, মৃত্যু করি জয়। মৃত্যুঞ্জয় নাম তাঁর হয়েছে নিশ্চয়॥ এ যে বেদে গাঁথা, এ যে বেদে গাঁথা, নয় অন্যথা, আমি কি কহিব। যে কথাটি চাপান দেছে সেইটে বলে যাব॥ কিন্তু একটী কথা, কিন্তু একটী কথা, অগ্রে হেথা প্রকাশ করিব। গাঙ্গুলি মশায় কেমন বামুন সবারে কহিব॥ করে জারি জুরি, করে জারি জুরি, দশ হাজারি, যেন অহং ব্রহ্ম। নাড়ীর লক্ষণ শুন্‌লে পরে বুঝবে সবে মর্ম্ম॥ যদি সন্ধ কর, যদি সন্ধ কর, অতঃপর, বলে দিলাম সবে। কোন পুরুষে জন্ম দেছে সে তত্ত্বটা লবে॥ হলে সকালবেলা, হলে সকালবেলা, করে ছলা, পৈতে সাদা করে। দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় ফলার ফলার করে॥ যদি

সে মুচিও হয়, যদি সে মুচিও হয়, তার পরিচয় নাহিক করিবে। ফলার করতে পেলে সে দোষ সব ঢাকিয়ে নিবে॥ বলেছে হলপাণি, বলেছে হলপাণি, তার গুণখানি, কখন না জানে। হলধরের কত গুণ বেদেতে বাখানে॥ যদি ধরি হল, যদি ধরি হল, করি বল, এই তো ব্রহ্মাণ্ডে। জগৎ তুষ্ট করে দিব শস্য খেলে তুণ্ডে॥ ও যে বামুন গরু, ও যে বামুন গরু, বুদ্ধি সরু হল বহনের যোগ্য। আষাঢ় মাসে কাদার চাষে করিব আরোগ্য॥ এখন চেপে যাই, এখন চেপে যাই, আর কাজ নাই, জবাব দিতে হইবে॥ শাস্ত্রালাপ না হইলে বৃথা দিন ফুরাবে॥ শুন শাস্ত্র কথা, শুন শাস্ত্র কথা, আজকে হেথা প্রকাশ করিব। সকলে হইবে তুষ্ট আহ্লাদে ভাসিব॥ ছিল মগের দেশে, ছিল মগের দেশে, রাষ্ট্র দেশে, একজন রাজা। নাম তার বৃহদ্রথ সবে করে পূজা॥ তিনি পুত্রহীন, তি'ন পুত্রহীন, হন প্রবীণ, মনে দুঃখী অতি। কারে দিব রাজ্যভার কে রাখিবে সুখ্যাতি॥ ভাবেন এইরূপে, ভাবেন এইরূপে, চুপে চুপে, আপনি অন্তর। তার পর শুন বাবু বিশেষ সমাচার॥ এলো এক দিন, এলো এক দিন, দৈবাধীন, এক দ্বিজবর। করিল প্রণাম রাজা সভক্তি অন্তর॥ তখন দ্বিজ বলে, তখন দ্বিজ বলে, বাক্য ছলে, শুন হে রাজন। ইচ্ছামত বর লহ আমার সদন॥ শুনে রাজা কন, শুনে রাজা কন, হে ব্রাহ্মণ, কিবা কব আর। যাহে বংশ রক্ষা হয় কর সে প্রকার॥ শুনে দ্বিজ কন, শুনে দ্বিজ কন, হে রাজন নাহি কর ভয়। এখনি করিয়া দিব এর যাতে শ্রেয়॥ তখন এত বলি, তখন এত বলি, যান চলি, গহন কানন। ক্ষণ পরে আসি বিপ্র দিল দরশন॥ বলে ওহে রাজা, বলে ওহে রাজা, কর পূজা, দেব চিন্তামণি। হইবে তোমার পুত্র অন্তরেতে জানি॥ এই ফলটি ধর, এই ফলটি ধর, পাতি কর, ভেবোনা অন্তরে। খাওয়াইয়া দেহ

লয়ে নিজ মহিষীরে। হবে একটি ছেবে, হবে একটি ছেলে, গেলাম বলে, মা হবে অন্যথা। মহা বলবন্ত হবে কি ঋব সে কথা॥ সে যে নিজ বলে, সে যে যে নিজ বলে, যত সকলে করে পরাজয়। প্রভুত্ব করিবে বসি হইয়ে অভয়॥ কিন্তু আছে কথা, কিন্তু আছে কথা, তাও হেথা, প্রকাশ করেবলি। অবশেষে নাশিবেন কৃষ্ণ তাকে ছলি॥ দ্বিজ এত বলি, দ্বিজ এত বলি, কুতূহলি, হইল বিদায়। রাজা হয়ে আমোদিত অন্তঃপুরে যায়॥ কহে রাণীর প্রতি, কহে রাণীর প্রতি, হর্ষমতি, ও প্রাণ প্রিয়সী। হইয়াছে শুভাদৃষ্টকহিব প্রকাশি॥ এসে এক দ্বিজ, এসে এক দ্বিজ, মনোসিজ, দিয়ে গেলেন ফল। এই ফল খেয়ে হবে মানস সফল॥ হবে পুত্র নিধি, হবে পুত্র নিধি, দিলেন বিধি, সেই দ্বিজবর। সেই জন্য আজ মম হরিষ অন্তর॥ শুনে রাণী বলে, শুনে রাণী বলে, কি বলিলে ওহে প্রাণপতি। দেখি দেখি কেমন ফল আনলে অম্প্রতি॥ রাজা যত্ন কোরে, রাজা যত্ন কোরে, দিলেন করে, নিজ মহিষীর। দেখে রাণী মহা তুস্ট পুলক শরীর॥ রাণী তদন্তরে, রাণী তদন্তরে, ধরি করে, দ্বিখণ্ড করিল। একে একে দুইবারে ভক্ষণ করিল॥ হলেন গর্ভবতী, হলেন গর্ভবতী, শুন সম্প্রতি, সেই সব কথা। দশ মাস দশ দিনে হলো গর্ভ-ব্যথা॥ দেখ ক্ষণ পরে, দেখ ক্ষণ পরে, অকাতরে এক পুত্র বর। ভূমিষ্ঠ হইল রাণী দুটি কলেবর॥ ও যে ফলের জোরে, ও যে ফলের জোরে, পুত্রবরে, দ্বিখণ্ড দেখিয়া। ফেলিয়া দিলেক রাণী নিরাশা ভাবিয়া॥ আছে অনেক কথা, আছে অনেক কথা, কি কব তা, বলিতে বিস্তর। যার ইচ্ছা হবে দেখো ভারত ভিতর॥ সেই রাজার সুত, সেই রাজার সুত, গুণযুত, নাম জরাসিন্ধু। যাহারে বিনাশ কৈল অনাথের বন্ধু॥ তাঁর দুটি দেহ, তাঁর দুটি দেহ, ধরেন সেহ, জরাসিন্ধু নাম। একটি প্রাণ এ সন্ধান আমি কহিলাম॥ শুন সভাজন, শুন

সভাজন, এই যে এখন, উহার জবাব হলো। একটা কথা বলে যাই শুন গো সকল॥ ছিল একটি অজা, ছিল একটি অজা, বড় মজা, তার পুত্র রাজা॥ ত্রিভুবনে মান্য গণ্য সবে করে পূজা॥ ও তার কি বা নাম, ও তার কি বা নাম, কোথা ধাম, বলে আমায় যাবে। তা না হলে সভা মাঝে আপনার মাথা খাবে॥ তুমি বড় জ্ঞানী, তুমি বড় জ্ঞানী, গুণ বাখানি, শুনিবে দশ জনে। সকলে হইবে তুষ্ট মান্য ত্রিভুবনে॥ এখন আমি বসি, এখন আমি বসি, মনে খুসি, বিদায় দাও সবে। দুই বাহু তুলে সকলেতে ডাক শ্রীমাধবে॥ কোথায় ঢুলি দাদা, কোথায় ঢুলি দাদা, মিষ্টি সাদা, বাজাও এসে ঢোল। সকলেরে তুষ্ট কর বাজিয়ে মিষ্টি বোল॥

ভগীরথ গাঙ্গুলীর আশোর।

ছাগলের পুত্র রাজা হয় তাহার জবাব।

রাগিণী বাহার।—তাল যৎ।

যা রে যা তুই শমন রাজা, আমি কি তোরে ভয় করি।
সহায় আছেন নিস্তারিণী, আছি তার চরণে পড়ি॥
মা আমার ভয় হারিণী, ভব ভয় বারণ কারিণী,
আমি কি আর তোকে-মানি, মা আমার শ্যামাসুন্দরী॥

কোথায় শিবে রাখ জীবে মৃমুণ্ড-মালিনী। তব পদ বিনা মাগো আর নাহি জানি॥ বড় চাপান দেছে, বড় চাপান দেছে, বেধে গেছে, কি হবে উপায়। বলে ছাগল পুত্র

রাজা হলো বল হে কোথায় ॥ এটী অসম্ভব, এটী অসম্ভব, কোরে সম্ভব, বলিতে হইবে। তা না হলে দশ জনেতে অপমান করিবে ॥ তাই বারে বারে, তাই বারে বারে, ডাকি তোরে, ওগো ভবরাণী। মম ভয় নিবারণ কর তারা ত্রিগুণধারিণী ॥ তুমি সিংহলেতে, তুমি সিংহলেতে, মশানেতে শ্রীমন্তে রক্ষিলে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে কোলে করে ছিলে ॥ তুমি বর্দ্ধমানে, তুমি বর্দ্ধমানে, সাবধানে মশান ভিতরে। সুন্দরে রক্ষিলে মাগো দুরন্ত রাজকরে ॥ মা গো মা তব মায়া, মা গো মা তব মায়া, মহামায়া কে বলিতে পারে। তুমি যদি সহায় থাক তবে কে আর পারে ॥ শুন সভাজন, শুন সভাজন, কর শ্রবণ, দিতেছি জবাব। শুনিলে হইবে তুষ্ট হবে মনের ভাব ॥ এ যে পুরাণ কথা, এ যে পুরাণ কথা, নয় অন্যথা, আহ্লাদে বলিব। শুনিলে হইবে তুষ্ট সত বন্ধু সব ॥ কিবা মজার কথা, কিবা মজার কথা, বলি হেথা শুন মহাজন। গান্ধার দেশেতে রাজা গান্ধার রাজন ॥ অতি দুঃখ মনে, অতি দুঃখ মনে, পুত্র বিনে, সদা ভাবে মনে। না হইল পুত্র মম কি করিব ধনে ॥ ভাবে এইরূপে, ভাবে এইরূপে, চুপে চুপে অনেক বৎসর। একটি কন্যা হইল তার কত দিনান্তর ॥ সেই কন্যা ধনে, সেই কন্যা ধনে, পেয়ে মনে, হয়ে আহ্লাদিত। নিমন্ত্রিয়ে আনিলেক জ্যোতিষবেত্তা যত ॥ সেই বিজ্ঞগণে, সেই বিজ্ঞগণে, হর্ষমনে জিজ্ঞাসা করিল। কহ সবে এ কন্যার শুভাশুভ ফল ॥ শুনে বিজ্ঞগণে, শুনে বিজ্ঞগণে, এক মনে, গণনা করিল। মহারাজ প্রতি তবে বিস্তারি কহিল ॥ শুন নৃপমণি, শুন নৃপমণি, তুমিও জ্ঞানী, এ কন্যার কথা। যে করিবে এরে বিভা যাবে তাঁর মাথা ॥ শুনে সেই ভূপ, শুনে সেই ভূপ, হয়ে চুপ, যুক্তি কৈল স্থির। অজা আনি বিভা দিল সেই গান্ধারির ॥ থাকে ঐ রূপে, থাকে ঐ রূপে, চুপে চুপে,

দ্বাদশ বৎসর। তার পর গান্ধারীর হৈল স্বয়ম্বর॥ তাহার রূপের কথা, তাহার রূপের কথা, আশ্চর্য্যতা, করিয়া শ্রবণ। কত রাজগণ আইল না হয় গণন॥ শুন তাহার পরে, শুন তাহার পরে, সভা করে, যত নৃপগণ। কুরুরাজ সনে হৈল বিবাহ ঘটন॥ সেই ধৃতরাষ্ট্র, সেই ধৃতরাষ্ট্র, দেশ রাষ্ট্র, কুরু নৃপবর। কন্যা ধনে লয়ে তিনি আসিলেন ঘর॥ গেল কিছু কাল, গেল কিছু কাল, বয়সকাল, হইলে ঘটন। মুনি বরে শত পুত্র পাইল রাজন॥ শুনে অন্ধ রাজা, শুনে অন্ধ রাজা, ডাকি প্রজা, বড় বড় জনে। একে একে নাম শুইতে কন সর্ব্বজনে॥ আগে দুর্য্যোধন, আগে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, আর আর কত। একে একে শুইল নাম ক্রমে হৈল যত॥ মশায় এইখানেতে, মশায় এইখানেতে, সকলেরে, করুণ শ্রবণ। অজা পুত্র দুর্য্যোধন হইল রাজন॥ উহার জবাব হলো, উহার জবার হলো, প্রাণ জুড়ালো, বাবু মহাশয়। একটী কথার চাপান দিব শুন সমুদয়॥ বল কাহার কন্যা, বল কাহার কন্যা, ভুবন মান্যা, পতিশিরোপরে। ভ্রমণ করিয়া নিজে পড়্লো আথাস্তরে॥ আছে অনেক কন্যা, আছে অনেক কন্যা, রূপে ধন্যা, নাম বলিব কত। সে সকল নস্যাৎ করি পতি সাথে যত॥ ও তার শত বদন, ও তার শত বদন, পদ্ম লোচন, মুনি মনোহর। ডাক্‌লে পরে বিপদ হরে শমনভয়ে তরে॥ বল সেই কথাটি, বল সেই কথাটি, কোরে খাঁটি, এই আসরের মাঝে। উচিত মত জবাব দিয়ে আমায় ফেল লাজে॥ করে আবা থাবা, করে আবা থাবা, বউয়ের বাবা, বল্লে সে ছাড়বো না। শাস্ত্র খুলে দিবে জবাব শুনিবে দশ জন॥ এখন আমি আসি, এখন আমি আসি, সবে ভাষি, বিদায় সবে দাও। বদন ঘোষ ইঠবে আসরে মান্য করে নেও। একবার হরি বল, একবার হরি বল, দিন গেল, আগত শমন। হরি বিনে কর্‌বে কে আর

শমন দমন ॥ দেখ শমন দমন, দেখ শমন দমন, ছিল রাবণ, লঙ্কাপুরে বাস। ইচ্ছায় শ্রীহরি কৈল তাহারে বিনাশ ॥

বদন ঘোষের আশোর।

কোন রমণীর শত বদন ও পতিশিরে ভ্রমণ করে তাহার জবাব।

তাল আড়খেমটা।

ফলারে বামুনের হাতে প্রাণ গেল।
হায় কি হলো ॥
তাতো বুঝালে পর বুঝে না কো বাদিয়ে বসলো জঞ্জাল।
আমি খেতে চষণ্ডী, উনি হন ব্রাহ্মণ্ডী, বুঝে নিব বিদ্যা
সাধ্য যা করেন চণ্ডী——
শিখে আজ আজ এসে মশায় বৃহস্পতির হয়ে গেল ॥

কোথায় শিব শারদা, বাক্‌বারদা, কোথায় গো জননী। মম কণ্ঠে বসি তরজা কবি বলাও মা আপনি ॥ আমি অতি দীন, আমি অতি দীন, মতি হীন; কি আছে যোগ্যতা। যা বলাবে তাই বলিব আর পাইব কোথা ॥ পড়েছি বিষম দায়ে, পড়েছি বিষম দায়ে, সভা দেখিয়ে হচ্ছে বড় ভয়। তুচ্ছ লোকে উচ্চ কয় প্রাণে নাহি সয় ॥ যারে জগজ্জনে, যারে জগজ্জনে, সবে বাখানে তারই আমি শিষ্য। মম ঠাকুর তরজার রাজা সদা যার রহস্য ॥ ওটা বামুন গরু, ওটা বামুন গরু, বুদ্ধি সরু, হাল বহনের যোগ্য। বামুন বলে পরিচয় দেয় কি করেছে ভাগ্য ॥ বেটার নাইকো গাই, বেটার নাইকো গাই, গোত্র নাই, বলে গঙ্গোপাধ্যায়। মায়ের নাম পোঁটা

চুমি বৃদ্ধ হলেন বেশ্যার॥ এ কি সইতে পারি, এ কি সইতে পারি, হায়রে মরি, তাইরে নারে না। জোকের মুখে চুন দিয়ে আজ ঘুচাব যন্ত্রণা॥ বেটা এস্নি পাজি, বেটা এস্নি পাজি, হয় গো রাজি যদি পায় খেতে। বাবা বলে ডেকে নে যায় স্বীয় মার কাছেতে॥ সেই স্বভাবদোষে, সেই স্বভাব-দোষে, আমায় রোষে, হলপাণি বলেছে। হলধরের কত গুণ বলি দশের কাছে॥ সেই জগৎপিতা, সেই জগৎপিতা, ত্রিলোক ত্রাতা, বলরাম হলো। হল অস্ত্রে যত দুষ্ট অসুরে নাশিল॥ ওরে মূর্খ ছোড়া, ওরে মূর্খ ছোড়া, বল্‌বো চড়া রাগ করোনা এতে। এই দোষেতে মুনির মুণ্ড কাটেন নিজ হাতে॥ এখন চেপে যাই, এখন চেপে যাই, আর কায নাই, রাত্র হলো বেশি। জবাব দিয়ে তোমার কথায় সবে করি খুসি শোন কোন রমণী, শোন কোন রমণী, পতিভামিনী, শত বদন ছিল। পতিশিরে বিহারিয়া সঙ্কটে পড়িল॥ যখন সূর্য্যবংশ, যখন সূর্য্যবংশ, হলো নির্ব্বংশ, কপিল মুনির শাপে। সগর রাজা শোকে মজে পড়ে মনস্তাপে॥ হলো সেই কুলে, হলো সেই কুলে, ভাগ্য ফলে, একটি বংশধর। নাম তার ভগীরথ যেন শশধর॥ গেল কিছু দিন, গেল কিছু দিন, প্রতিদিন করে লেখা পড়া। দৈব যোগে শিশুর সনে হৈল তার ঝগড়া॥ বলে ওরে ভোগ্যে, বলে ওরে ভোগে, কিসের লেগে আমাদের সহ। ঝগড়া করিস সদা বলি তবে মহ॥ আমি জানি জানি, আমি জানি জানি, সকল জানি, বেশি নাহি কহ। শুনেছি তোর আদ্যোপান্ত বলেছেন পিতামহ॥ তুই কার ছেলে, তুই কার ছেলে, পরিচয় পেলে, বসতে দিব হেথা। বে-শ্যার ছেলে তুই রে বেটা জানি সব কথা॥ শুনে ভগীরথ, শুনে ভগীরথ, হয়ে বিরথ, কাঁদ কাঁদ মুখে। মায়ের কাছে সকল কথা কহে মনের দুঃখে॥ শুন তাহার পরে, শুন তাহার পরে, তদন্তরে, ভগীরথ রাজা। আদ্যোপান্ত যত

কথা কহিল বারতা ॥ শুনে ভগীরথ, শুনে ভগীরথ চিন্তে পথ বংশ উদ্ধারিতে। তপস্যা করিতে গেল কাননের পথে॥ থাকে ঊর্দ্ধপদে, থাকে ঊর্দ্ধপদে, হেট মাথে, তপস্যায় ব্রতী। কোথা গঙ্গা কোথা গঙ্গা মুখে এই ভারতী ॥ শুন তাহার পরে॥ শুন তাহার পরে, কস্মান্তরে, নারদ মুনিবর। ব্রহ্মার নিকট গেল হয়ে হর্ষান্তর ॥ করে পিতৃপদে, করে পিতৃপদে ভক্তিমদে প্রণতি স্তবন। একটু গঙ্গা বারি, দেহ করিব সেবন ॥ শুনে এই কথা, শুনে এই কথা, ক্রোধযুতা হয়ে চতুর্ম্মুখ। নারদেরে গালি দিয়া করিল বৈমুখ ॥ শুনে নারদ মুনি, শুনে নারদ মুনি, ক্রোধে অমনি, করিল প্রতিজ্ঞা। আমারে করিলে তুমি যেমন অবজ্ঞা ॥ ঐ গঙ্গা নীরে, ঐ গঙ্গা নীরে, হবে আঁচরে, গৃহ পরিষ্কার। দেখ দেখি কেমন করে করবে প্রতীকার ॥ তখন নারদ মুনি, তখন নারদ মুনি, ধেয়ে অমনি করিল গমন। ভগীরথের কাছে আসি দিল দরশন ॥ বলে ওরে বাপু, বলে ওরে বাপু, ক্ষীণ বপু, কিসের জন্যেতে। ঊর্দ্ধপদে হেঁট মাথে রয়েছ বনেতে॥ শুনি ভগীরথ, শুনি ভগীরথ, প্রণিপাত করিল তখন। কান্দিতে কান্দিতে বহু করিল স্তবন ॥ শুনি নারদ মুনি, শুনি নারদ মুনি, তাহার বাণী, বলয়ে বচন। যদি গঙ্গা লবে তবে শুন বিবরণ ॥ ডাক উচ্চ রবে, ডাক উচ্চ রবে, মনোৎসবে মাতঃ গঙ্গা বলে। তবে আসি দেবে দেখা কর্ণেতে শুনিলে ॥ ও তাঁয় দেছে শাপ, ও তাঁয় দেছে শাপ, মনস্তাপ পেয়ে গিরিরাণী। যে ডাকিবে গঙ্গা বলে তার হইবে হানি ॥ শুনি ভগীরথ, শুনি ভগীরথ, মনোরথ সাধিতে তখন। মাতর্গঙ্গা বলে তখন ডাকে ঘনে ঘন ॥ হেথা কমণ্ডলে, হেথা কমণ্ডলে, হয়ে চঞ্চলে মাতা গঙ্গা দেবী। কে ডাকে আজ মা মা বলে সদা চরণ সেবি ॥ ভেবে মনে মনে, ভেবে মনে মনে, কতক্ষণে, করিল নিশ্চয়। ডাকিতেছে ভগীরথ পড়ে বিষম দায় ॥ আর

উচিত নয়, আর উচিত নয়, হব সদয়, সে যে আমার ভক্ত। তারে সদয় হয়ে আমি জগতে হব ব্যক্ত॥ করি যোড় পাণি, করি যোড় পাণি, দেবী আপনি, ব্রহ্মার প্রতি কয়। অবনীতে যাব আমি বিলম্ব না সয়॥ মোর ভক্ত ধনে, মোর ভক্তধনে, দেখে নয়নে, সদয় হইব। ও তার পিতৃ পুরুষ উদ্ধারিয়া স্বর্গেতে লইব। শুনি গঙ্গা বাণী, শুনি গঙ্গা বাণী, চারমুখখানি, মলিন হইল। প্রসন্ন হইয়া তখন বিদায় যে দিল॥ তখন করি ত্বরা, তখন করি ত্বরা, হয়ে সত্বরা, আসি কানন মাঝ। দেখেন যোগে বসে আছেন ভগীরথ রাজ॥ বলে ওরে বাছা, বলে ওরে বাছা, বুদ্ধি কাঁচা, কেন ডাকিস মোরে। কি তোর হয়েছে দুঃখ বল ত্বরায় করে॥ বলে ভগীরথ, বলে ভগীরথ, মনোরথ শুন গো জননী। ব্রহ্ম-শাপে মম বংশ উদ্ধার আপনি। হয়ে জলরূপা, হয়ে জল-রূপা, কর কৃপা, মম পিতৃগণে। উদ্ধারিয়া মুক্ত কর তুমি নিজ গুণে॥ শুনি গঙ্গা বলে, শুনি গঙ্গা বলে, কি বলিলে, অবনীতে যাব। কে ধরিবে মম বেগ হইয়া উৎসব॥ তবে যদি পার, তবে যদি পার, পূজা কর, দেব ত্রিলোচন। তিনি না হইলে বেগ ধরে কোন জন॥ শুনে ভগীরথ, শুনে ভগী-রথ, মনোগত বচন তাঁহার। আশুতোষে একমনে ভজে অনিবার॥ সে যে আশুতোষ, সে যে আশুতোষ, সদা সন্তোষ ভক্তে দয়াবান। শীঘ্রগতি করি গতি হলেন অধি-ষ্ঠান॥ বলে কেন ডাক, বলে কেন ডাক, বনে থাক কিসের কারণ। কি তব ঘটেছে তায় করিব বারণ॥ শুনি ভগীরথ, শুনি ভগীরথ, করে বিজ্ঞাপন। গঙ্গা লব অবনীতে কর বেগ ধারণ॥ শুনি গঙ্গাবাণী, শুনি গঙ্গাবাণী, ত্রিশূল-পাণি হইল সন্তুষ্ট। মস্তক পাতিয়া দিলা ঘুচাতে অরিষ্ট॥ দেখে গঙ্গাদেবী, দেখে গঙ্গাদেবী, মনে ভাবি, জলরূপা হয়ে। শিবের মস্তকে পড়ে শত ধারা হয়ে॥ সে যে দেবদেব,

সে যে দেবদেব, মহাদেব, ভাবিল হৃদয়। গঙ্গাদেবীর দর্প আজি ভাঙ্গিব নিশ্চয়॥ তখন নিজ জটা, তখন নিজ জটা, করি ছটা, আবর্ত্তিল জল। ভ্রমণ করেন দেবী হইয়ে বিহ্বল॥ মশায় এইখানেতে, মশায় এইখানেতে, হেনমতে, পতি শিরোপরে। ভ্রমণ করেন গঙ্গা পড়ি আথান্তরে॥ শুন তদন্তরে, শুন তদন্তরে, দেব নরে, আসিয়া মিলিল। গঙ্গাধর নাম শিবের সকলে রাখিল॥ শুন এইখানেতে, শুন এইখানেতে, নানা মতে, করি স্তব স্তুতি। মহাদেবের জটা হতে করিল নিষ্কৃতি॥ চলে ভগীরথ, চলে ভগীরথ, মনোরথ, সাধিতে সাধিতে। শঙ্খধ্বনি করে চলে দেবী তার পশ্চাতে॥ যান অতি বেগে, যান অতি বেগে, ভক্ত লেগে, ভগীরথ সনে। ক্রমেতে আইল দেবী কপিলের স্থানে॥ বলে ওরে বাছা, বলে ওরে বাছা, নয়নে চা, কোনখানে তোর বংশ। এইখানেতে কপিল মুনি শাপে করেছেন ধ্বংস॥ শুনে ভগীরথ, শুনে ভগীরথ, যোড় হাত, বলে বিনয়েতে। কোনখানে হইল ভস্ম জানিব কি মতে॥ যদি নিজ গুণে, যদি নিজ গুণে, মা এক্ষণে, কর পরিত্রাণ। চিনিয়া লইয়া কর বংশের নির্ব্বাণ॥ তখন গঙ্গা মাতা, তখন গঙ্গা মাতা, ক্ষণেক তথা, করি অনুমান। শতমুখী হয়ে করে সাগরে প্রয়াণ॥ মশায় এইখানেতে, মশায় এইখানেতে, হেন মতে, সেই মাতঃ গঙ্গা। শতমুখী হয়েছিল প্রবল তরঙ্গা॥ দেখ গঙ্গা মাতা, দেখ গঙ্গা মাতা, জগৎ ত্রাতা, শতমুখী হইল। এইখানেতে গাঙ্গুলী মশায়ের জবাব হইল॥ মশায় দিব চাপান, মশায় দিব চাপান, করি অনুমান, ও যে জ্ঞানী বড়। বামুন বলে সকলে মানে মান হয়েছে দড়॥ ওর এল্নি মান, ওর এল্নি মান, সর্ব্ব স্থান, ব্যাপিয়া উঠেছে। কলিকাতার বামুন বলে পরিচয় রটিয়েছে॥ কিন্তু বামুন নয়, কিন্তু বামুন নয়, জান নিশ্চয়, কথা সত্য বটে। দশ জনেতে যেটা বলে সেটা সত্য ঘটে॥

মশায় যাহোক তাহোক, মশায় যাহোক তাহোক, যাগ করুক, ক্ষতি তায় নাই। একটি কথার চাপান দিব শুনলে প্রাণ জুড়াই॥ যদি যবন আনে, যদি যবন আনে, কোনখানে, সুরধনীর জল। সে জলে কিরূপে হবে ক্রিয়া যে সফল॥ মশায় এই কথাটি, মশায় এই কথাটি, করে খাঁটি, আমায় বলে দিবে। না পারিলে আচ্ছা মতে অপমান করিবে॥ এখন বিদায় মাগি, এখন বিদায় মাগি, অনুরাগী, সবার চরণে। চুলি দাদা আচ্ছা করে বাজাও তাল মানে॥ সবে হরি বল, সবে হরি বল, দিন গেল, এলো কালচর। দিন থাকিতে দীননাথে ভাল করে স্মর॥ সে যে দিনের গতি, সে যে দিনের গতি, লক্ষ্মীপতি, দেব নারায়ণ। যাঁর চরণে স্মরণ নিলে অন্তিমে মোচন॥ ডাক বদন ভরে, ডাক বদন ভরে, একান্তরে দেব দীনবন্ধু। অনাশে হইবে পার এই ভবসিন্ধু॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বৃহৎ তরজার লড়াই।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বাদী ভগীরথ গাঙ্গুলী, প্রতিবাদী বংশীবদন ঘোষ।

আগে আশোর গাঙ্গুলী মহাশয়।

রাগিণী জংলা। তাল আড়খেমটা।

কোথায় শঙ্করী, এবার ভেবে মরি, না দেখি উপায়।
কোথাকার এ চাষা বেটা, বাদিয়ে দিলে বিষম সঙ্কট
রাগেতে জ্বলিছে গাটা, কি বল্‌ব হায়॥
মরি হায়, মরি হায়, হায় রে,—
বেটা যেমন পাজি, ঘাটের মাঝি, দেখবো আজ তোমায়॥

গঙ্গাজল শোধনের উপায়।

বড় মজা বেধে গেল গো বাবু মজা বেধে গেল। চাষার ছেলে পণ্ডিত হয়ে শাস্ত্র জিজ্ঞাসিল॥ মশায় বল্‌ব কত, মশায় বল্‌ব কত, বুদ্ধি হত, হলাম দেখে শুনে। নাককাটা চাষার বেটা মজালে এখানে॥ শোনরে তোরে বলি, শোনরে তোরে বলি, কতকগুলি, হিত উপদেশ। ব্রাহ্মণে নিন্দিলে তোর দুঃখ হবে শেষ॥ যদি হয় মহাব্যাধি, যদি হয় মহাব্যাধি, রোগ অসাধ্যি, কবিরাজে আলে। খেলে বিপ্রপাদোদক রোগে মুক্তি ফলে॥ তুই এমন দ্বিজে, তুই এমন দ্বজে, নাহি

ভজে, করে গেলি নিন্দে। তোর বাটালি কোরা কথা যেন আমার শিরে বিন্ধে॥ যা যা হতভাগা, যা যা হতভাগা ছারে মাগা, তোর বুদ্ধি কত। তা নৈল দ্বিজ নিন্দা করিস শত শত॥ বুলি তাহার কথা, বলি তাহার কথা, আজকে হেথা, করিয়ে প্রকাশ। নিন্দুকের স্বভাব যেটা ছাড়ে না নির্যাস॥ দেখরে তার সাক্ষী, দেখরে তার সাক্ষী, পশু পক্ষী থাকলে চণ্ডাল ঘরে! কৃষ্ণ নাম ভুলেও সে মুখে নাহি স্মরে॥ তাই বলি শোন, তাই বলি শোন, আমি ব্রাহ্মণ, তুই রে বেটা পাপী। ভস্ম হয়ে যাবি রে বেটা আমি যদি শাপি॥ এ কি সম্ভব, এ কি সম্ভব, অসম্ভব লয়ে ক্ষুদ্র তরি। সপ্ত সিন্ধু অকূল জল উত্তরিতে পারি॥ তুই যেমন লোক, তুই যেমন লোক, তেমনি রোক, এইখানে করিলি। আপন দোষেতে তুই আপনি মরিলি॥ তোর বুদ্ধি সরু, তোর বুদ্ধি সরু, শোন রে গরু, অধিক কি বলিব। বুকেতে মারিয়া লাথি পরাণে বধিব॥ এখন চেপে যাই, এখন চেপে যাই, সময় নাই, দিব প্রত্যুত্তর। যদি আনে গঙ্গাজল, যবন দুরাচার॥ সেই বারি লয়ে, সেই সেই বারি লয়ে, আগে গিয়ে, গোয়ালে ঢালিবে। গোয়াল গঙ্গা সম জ্ঞান সকলে মানিবে॥ লয়ে সেই বারি, লয়ে সেই বারি, যত্ন করি, পূজ ইষ্টদেবে। সিদ্ধ হবে মনোবাঞ্ছা অরিষ্ট ঘুচিবে॥ শুন সভাজন, শুন সভাজন, ওর এখন, কথার জবাব হলো। আমি একটি চাপান দিব শুন গো সকল॥ বল কোনখানেতে, বল কোনখানেতে, কি জন্মেতে আপন ইষ্টদেবে॥ পাষাণ বক্ষে দিয়ে মশায় রেখেছিল কবে॥ সে যে পরম ভক্ত, সে যে পরম ভক্ত, আছে ব্যক্ত, এই অবনীতে। তবে কেন পাষাণ দিলে গুরুর বক্ষেতে॥ মশায় এই কথাটি, মশায় এই কথাটি, করে খাঁটি, আমারে বলিবে। দশজনে শুনিয়া ইহা আশ্চর্য্য হইবে॥ এখন আমি আসি, এখন আমি আসি, হাসি

হাসি, বিদায় হয়ে যাই। এবার এসে গোটা কতক বল্‌বো বাঞ্ছা তাই॥ কোথা চুলি দাদা, কোথা চুলি দাদা, মিষ্টি সাদা, বাজাও তুমি ঢোল। এবার আস্‌বো আশোরেতে বদন বল্‌বে বোল॥ সবে উচ্চ রবে, সবে উচ্চ রবে, মন-উৎসবে ডাক হরি বলে। যে নামেতে শমন রাজা বিমুখেতে চলে॥

বদন ঘোষের অশোর।

রাগিণী জংলা। তাল আড়খেমটা।

হায় মরি রে লজ্জায়, ঘটলো বিষম দায়,
নীচের পুত্র বামুন হয়ে বসিল সভায়।
তুই যদি হতিস বামুন, মুখে তোর উঠ্‌ত আগুণ,
তোর আছে যত রে গুণ, লোকে সে জানয়।
বাস গুড়ির আলয়ে, বোতল হস্তেতে লয়ে,
আনন্দেতে মন মজায়ে, মেথর সঙ্গে খাওয়া হয়॥

কোথা ভবরাণী নিস্তারিণী তুমি মহামায়া। এ বিপদে রক্ষা কর দিয়ে পদ ছায়া॥ বলে দ্বিজবরে, বলে দ্বিজবরে, নিন্দা করে আমি মহাশয়। দ্বিজপদে মম দেহ বিক্রীত আছয়॥ ও যে দ্বিজ পদ, ও যে দ্বিজ পদ, মোক্ষ পদ, কে নিন্দা করিবে। দ্বিজ নিন্দা করিলে যে অধোগতি হবে॥ ও যে দ্বিজ পদ, ও যে দ্বিজ পদ, সার পদ, ভেবে চক্রপাণি। দ্বিজ চরণ ধরেছিলেন বক্ষেতে আপনি॥ দেখ দ্বাপর শেষে, দেখ দ্বাপর শেষে, পাণ্ডব-বাসে, আপনি নারায়ণ। দ্বিজ পদ ধৌত কর্ম্মে হলেন নিয়োজন॥ উনি কি হেন দ্বিজ, উনি কি হেন দ্বিজ, বলে "নিজ, করে অহঙ্কার। নীচের ছেলে দ্বিজ হলে

রক্ষা নাহি আর ॥ তুই বেটা মুচির কুকুর, তুই বেটা মুচির কুকুর, ফাকুর, ফুকুর, চামড়া খেতে মন। গোটাকতক কথা বলি ভাল করে শোন ॥ এখন চেপে যাব, এখন চেপে যাব, জবাব দিব, তোর রে কথার। পাল্টাবারে আচ্ছা করে কর্‌বো প্রতীকার ॥ মশাই কিবা কথ, মশাই কিবা কথা, বল্‌বো হেথা করিয়া প্রকাশ। ইষ্টদেবে রাখলো বেঁধে ছয়ে তাঁর দাস ॥ এক ভক্তিডোরে, এক ভক্তি ডোরে, বাঁধতে পারে হিয়ার মাঝারে। এ যে মশায় বলে গেছে পাষাণ বক্ষো-পরে ॥ কথা শক্ত বটে, কথা সত্য বটে, জগতে রটে, মিথ্যা সেটা নয়। মনেতে হয়েছে বাবু বল্‌ব সমুদয় ॥ যখন কাননেতে যখন কাননেতে, সহ সীতে, রাম মহাশয়। পঞ্চবটি বনে ছিল করিয়া আশ্রয় ॥ দেখ দেখ দৈবাধীন, দৈবাধীন, সেই দিন, দশরথ রাজার। সপিণ্ডকরণ দিন হৈল তাহার ॥ ডাকি লক্ষ্ম-ণরে, ডাকি লক্ষ্মণেরে, রঘুবর, করিল আদেশ। ফল কিছু আন ভাই করিয়া বিশেষ ॥ অদ্য পিতৃকার্য্য, অদ্য পিতৃকার্য্য, দিন নির্দ্ধার্য্য সপিণ্ডকরণ। ফল দিয়ে ব্রাহ্মণেরে করিব পারণ ॥ শুনি শীঘ্র করে, শুনি শীঘ্র করে, তদন্তরে লক্ষ্মণ মহাশয়। কাননের পথে গিয়া প্রবেশ করয় ॥ দেখে সম্মুখেতে, দেখে সম্মুখেতে, আনন্দেতে অতি মনোহর। নানাবিধ ফল মূলে বাগান সুন্দর ॥ আহা কিবা শোভা, আহা কিবা শোভা, মনোলোভা, শিবের উদ্যান। হনুমান বসে আছে মরকট সমান ॥ মনে হর্ষ হয়ে, মনে হর্ষ হয়ে, যান ধেয়ে, লক্ষ্মণ ঠাকুর। ফলেতে অাঁকুশী দিবার করেন অঙ্কুর ॥ দেখে হনুমান, দেখে হনুমান, কম্পমান, ধাইয়া আইল। লক্ষ্মণের পদনে চাহি কহিতে লাগিল ॥ বলে কিবা কর, বলে কিবা কর, ত্যজ্য কর, ও সব বাসনা। ফলের রক্ষক আমি তুমি কি জান না ॥ শুনি লক্ষ্মণ কয়, শুনি লক্ষ্মণ কয়, কিবা ভয়, আছয়ে

আমার। জোরেতে তুলিয়া লব সাধ্য আছে কার ॥ শুনি হনু বলে, শুনি হনু বলে, কি বলিলে, জোরে লয়ে যাবে। আমি কি থাকিব বসি এটা কি সম্ভবে ॥ বলি পালাও পালাও, বলি পালাও পালাও, আর নাহি চাও, এ উদ্যান প্রতি। আমার নিকটে নাহি পাবে অব্যাহতি ॥ শুনে লক্ষ্মণ বলে, শুনে লক্ষ্মণ বলে, কি বলিলে, ভয়ে ভঙ্গ দিব। মর্‌বে মরকট বেটা এখনি দেখিব ॥ তখন এত বলি, তখন এত বলি, ক্রোধে জ্বলি লক্ষণ ঠাকুর। শর বরিষণ করি হানয়ে প্রচুর ॥ দেখে হনুমান, দেখে হনুমান, কম্পমান, আসি তাঁর কাছে। বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইয়া ধরিলেন পাছে ॥ চায় ক্রোধ মনে, চায় ক্রোধ মনে, ক্ষণে ক্ষণে ঠাকুর লক্ষ্মণে। চিনিতে নারিল হনু ভ্রমের কারণে ॥ আসি দ্বারদেশে, আসি দ্বারদেশে, আপন পাশে, লক্ষ্মণের বুকে। পাষাণ চাপায়ে দিল নিজ মমসুখে ॥ মশায় এই খানেতে, মশায় এইখানেতে, দশজনেতে, দেখ করে ঐক্য ॥ গুরু বক্ষে পাষাণ দিল নাহি সরে বাক্য ॥ মশায় রাম লক্ষ্মণ, মশায় রাম লক্ষ্মণ, এক লক্ষ্মণ, বিষ্ণু অবতার। ভেদাভেদ কিছু তার নাহিক যে আর ॥ হেন লক্ষ্মণেরে, হেন লক্ষ্মণেরে, সে বানরে, পাষাণ দিল বক্ষে। হনুর পরম গুরু রাম নামে দীক্ষে ॥ মশায় জবাব হলো, মশায় জবাব হলো, প্রাণ জুড়ালো, মনটা হলো খুসি। একটি কথার চাপান দিব এইটি অভিলাষী ॥ উনি ব্রাহ্মণের ছেলে, উনি ব্রাহ্মণের ছেলে, সকলে মেলে, উঁহার নিকটে। কি জন্যেতে চারি বেদ জগতেতে রটে ॥ সেইটে প্রকাশ করে, সেইটে প্রকাশ করে, সভা ভিতরে, বলুক ভাল করে। না পারিলে আজ ওরে দেখবো ভাল করে ॥ এখন আমি আসি, এখন আমি আসি, হাসি হাসি, বিদায় হয়ে যাই। এবার এসে ভাল করে বল সমুদায় ॥

ভগীরথ গাঙ্গুলীর আশোর।

—*—

রাগিণী জংলা। তাল খেমটা।

এই বারেতে বদনা বেটা খেপেছে।
ও খেপেছে, গায়ে গু মেখেছে॥
আমি হই ব্রহ্মণ্ডী, তুই বেটা চষণ্ডী,
আমাকে যে নিন্দা করিস বড় পাষণ্ডী,—
এবার ছাড়বেনাকো আচ্ছা করে, ধর্ব্বে লাঙ্গলমুড় থেকে।
ওরে বদনা শোন, তোরে দেখবো রে কেমন,
বড় বলে গেছে সভারমাঝে, পা চেপে নেচে নেচে॥

চার বেদ কি জন্য তাহার জবাব।

কোথায় বীণাপাণি মা জননী বিষ্ণু বক্ষ স্থিতা। হৃদি-পদ্মে বসে মা গো বলাও কবিতা। হলো বিষম কাল, হলো বিষম কলি, কারে বলি, সহ্য নাহি হয়। দশ জনের মাঝে আমায় নিন্দা যে করয়॥ বেটা বড় পাজি, বেটা বড় পাজি, গোজা গুঁজি, দুঃখে প্রাণ নাশে। মুচির কুকুর তুই রে বেটা থাকিস চামড়ার আশে॥ তুই রে যেমন কুকুর, তুই রে যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর, আমিও যে আছি। দেখ দেখি কি করে ফেলি ছুঁচে কাটি মাছি॥ তোকে আমি চিনি, তোকে আমি চিনি, সকল জানি, নটে চাষার ছেলে। জন্ম গেল লাঙ্গল ঠেলে এখন পণ্ডিত হলে॥ বাদালি বিষম লেটা, বাদালি বিষম লেটা, ওরে বেটা, শস্যজীবির ছেলে। বামুনের হাতেতে বেটা এই বারেতেই গেলে॥ আমি বামুন নয়, আমি বামুন নয়, কেবা কয়, এই সভার মাঝে। তুই বেটা ত পাজির ছেলে বল্‌তে হলো কাজে॥ "আমায় কে না চেনে, আমায় কে না চেনে, ত্রিভুবনে রাষ্ট্র আমার নাম।

ঠিকানাটা চেপে যাই নামের কাছে ধাম॥ তুই বেটা মুচির কুকুর, তুই বেটা মুচির কুকুর, ফাকুর ফুকুর, করিস খেউ খেউ। কে শোনে বা তোর রে কথা বাঘের পিছে ফেউ॥ মিছে মরিস নাকো, মিছে মরিস নাকো, চেপে থাকো, আমার কথা শুনে। মুর্দ্দাফরাস ঘুরছে সদা যষ্টি কান্ধে এনে॥ তারা কুকুর মারা, তারা কুকুর মারা, হবি সারা, তাই তোরে যে বলি। তুই বাঁচিলে আমার তরজার ক্রমে বাড়বে কলি॥ নে যাব মাণিকতলা, নে যাব মাণিকতলা, আর নিমতলা, দিয়ে সলা কলা। মড়া খেয়ে পূরিবে উদর ঘুচবে পেটের জ্বালা॥ এখন চেপে যাই, এখন চেপে যাই, আর কাজ নাই, হয়ে গেল দেরি। জবাব দিয়ে শাস্ত্র কথা যাব তাড়াতাড়ি॥ শুন সভাজনে, শুন সভাজনে, আজ এখানে, মদনচাঁদ ঘোষ। বলে গেছে চারিবেদ কি জন্যে পৌরুষ॥ মশায় কথা ভাল, মশায় কথা ভাল, চিরকাল র'ষ্ট্র ত্রিভুবনে। চারি বেদ ষড় শাস্ত্র সকলে বাখানে॥ মশায় তাহার কথা, মশায় তাহার কথা, আজকে হেথা, করিব প্রকাশ। কি জন্যেতে চারি বেদ হয়েছে বিকাশ॥ বসি কৈলাস ধামে, বসি কৈলাস ধাম, গৌরী বামে, প্রভু মহেশ্বর। গজানন নিবেদিল করি যোড় কর॥ শুন মম বাণী, শুন মম বাণী, ত্রিশূলপাণি, দেব ত্রিলোচন। সদা ইচ্ছা করি মনে বেদ অধ্যয়ন॥ আছে বেদে তত্ত্ব, আছে বেদে তত্ত্ব, সার মাহাত্ম্য, বিধির বচন। ব্যক্ত কর শুনে করি সার্থক জীবন॥ কহেন শূলপাণি, কহেন শূলপাণি, কিবা বাণী, কেহ নাহি জানে। বর্ণন করিব আমি তোমার বচনে॥ কিন্তু ভক্তি করে, কিন্তু ভক্তি করে, সদা অন্তরে, করহ শ্রবণ। পুনর্ব্বার না বলিব এই মম পণ॥ তিনি এত বলি, তিনি এত বলি, কুতূহলী, করেন প্রকাশ। পঞ্চমুখে ব্যক্ত করেন আপনি কৃত্তিবাস॥ ভাবে গজানন, ভাবে গজানন, মনে মন, উপায় তাহার। কেমনে প্রকাশ

হবে পৃথিবী মাঝার॥ তখন এত ভাবি, তখন এত ভাবি, পদসেবী, দেব ত্রিলোচন। আরম্ভ করিল গণেশ করিতে লিখন॥ লিখে চারি হাতে, লিখে চারি হাতে, অতি যত্নেতে, দেব পঞ্চানন। পঞ্চমুখে বেদ গান করেন পঞ্চানন॥ উপায় নাহি আর, উপায় নাহি আর, পুনর্ব্বার, জিজ্ঞাসিতে তাকে। চারি হাতে চারি বেদ লেখে মনের সুখে॥ মশায় এই-খানেতে, মশায় এই খানেতে, শুন সবেতে, চতুর্ব্বেদ হলো। পঞ্চবেদ এই প্রকারে লিখিতে নারিল॥ ও তার বিশেষ তত্ত্ব, ও তার বিশেষ তত্ত্ব, এই সারার্থ, শুন সমুদয়। সাম, ঋক, যজু অথর্ব্ব, এই চারি বেদ কয়॥ মশায় এই প্রকারে, মশায় এই প্রকারে, জগৎ মাঝারে, চারি বেদ হলো। আমি বামুনের ছেলে ও সব জানি ভাল॥ ও বেটা যেমন চাষা, ও বেটা যেমন চাষা, তেম্নি ভাষা, একটি কথা বলি। ধান্য জন্ম কোথায় হলো যাক এখানে বলি॥ আছে নানা ধান্য, আছে নানা ধান্য, কিসের জন্য, বলুক বর্ণ কথা। শুনিলে হইবে তুষ্ট দশজনেতে হেথা॥ আমি বিদায় মাগি, আমি বিদায় মাগি, অনুরাগী, সবার চরণে। এবার এসে বুঝে লব চাষার পো কেমনে॥ কোথায় চুলি দাদা, কোথায় চুলি দাদা, মিষ্টি সাদা, বাজাও এসে ঢোল। বদন ঘোষ আসরে আসরে বল হরি বোল॥ বদন গাবে ভাল, বদন গাবে ভাল, চিরকাল সেটা আমি জানি। তা নৈলে কি ওর সঙ্গে আমার জুড়ায় প্রাণী॥ ও আমার প্রাণের সমান, ও আমার প্রাণের সমান, মান অপমান, নাহি করি জ্ঞান। শুন সবে এক মনে বদনচাঁদের গান॥ বদন নয় বংশীবদন, বদন নয় বংশীবদন, বড় যতন, করে আমার প্রতি। শুন সবে এক মনে বদন ভারতী॥

বদন ঘোষের আশোর।

—*—

রাগিণী জংলা। তাল আড়খেমটা।

হায় রে মরি দুঃখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
গাঙ্গুলীর কথা শুনে আবার, আমার হাসি পায়॥
জানি তোমার যত গুণ, বলি শুন সভাজন,
চিরকাল রাঁড়ের পূজা করে কাটালে জীবন,
এখন ওগো ব্রাহ্মণ ঠাকুর তোমার তরজা শুনে তাজ্জব হতে হয়॥
তাই বলি ওহে ব্রাহ্মণ, বৃথা বিবাদে নাহি প্রয়োজন,
তোমার জারি জুরি যত নাহি অগোচর মম,——
বল্‌তে হলে সভাস্থলে, তব মান রহিবে কোথায়॥

কোথায় ধান্যের উৎপত্তি তাহার জবাব।

কোথায় ত্রিপুরারি, প্রেমভিখারী দেব পঞ্চানন। তব পদে এই মিনতি করি সর্ব্বক্ষণ॥ হলো ঘোর কলি, হলো ঘোর কলি, কারে বলি, এ সব দুঃখের কথা। বেশ্যার পুত্র বামুন হয়ে পরিচয় দেয় হেথা। আর কেমন কোরে, আর কেমন কোরে, এ সংসারে হবে জীবের মোক্ষ। তাই বলি সদানন্দ কর হে কটাক্ষ॥ এই ধরাতলে, এই ধরাতলে, সবে বলে, দ্বিজ মোক্ষ দাতা। বিপ্রপাদোদক খেয়ে নিষ্পাপ সর্ব্বথা॥ কিন্তু এমন দ্বিজ, কিন্তু এমন দ্বিজ, পদসিজ, কোথায় পাইব। পদধূলি মাথায় দিয়ে স্বর্গে চলে যাব॥ মশায় দুঃখের কথা, মশায় দুঃখের কথা, কি বল্‌বো তা, এই আশোরের মাঝে। বেশ্যাপুত্র হেথা এলো সহ পৈতে সাজে॥ ও যে যজ্ঞসূত্র, ও যে যজ্ঞসূত্র, কেমন সূত্র, নাহি করে জ্ঞান। আশোরেতে গলায় দিয়ে হলো বিরাজমান॥ বেটা বলে গাঙ্গুলী, বেটা বলে গাঙ্গুলী, কুতূহলি, রাগে জ্বলে গা। কোন

গাঙ্গুলীর ছেলে বেটা তেজে ধরে না পা ॥ আমি চাষার ছেলে, আমি চাষার ছেলে, সভাস্থলে, বলে গেল চাষা। ও যে বামুনের ছেলে মস্ত চাষা, কি কব দুর্দ্দশা ॥ মশায় দশের কাছে মশায় দশের কাছে, বলে গেছে, আমি চাষার ছেলে। কেমন করে ধান্যের জন্ম হলো ভূমণ্ডলে ॥ এটা সত্য বটে, এটা সত্য বটে, করপুটে, বল্‌বো দশের কাছে। কিন্তু একটি কথা মশায় মধ্যেতে রয়েছে ॥ ও যে বামুন বেটা, ও যে বামুন বেটা, বড় ঠেঁটা, পৈতে পরে গোচা। কাপড় খানা পড়ে বেড়ায় দিয়ে লম্বা কোঁচা ॥ যদি কেউ ভ্রমে পড়ে, যদি কেউ ভ্রমে পড়ে, ভক্তি করে লয় পদধূলি। পরকাল তার একবারে যাবে জলাঞ্জলি ॥ তাইতো নিষেধ করি, তাইতো নিষেধ করি, চরণ ধরি, ওগো মহাশয়। ভুলেও যেন ও চরণে মাথা না নোয়ায় ॥ এখন যাব বলে, এখন যাব বলে, কুতূহলে, মনের আনন্দে। এই তো মাত্র রাত্রি কেবল হয়েছে গো সন্ধ্যে ॥ যখন সৃষ্টিধর, যখন সৃষ্টিধর, গুণাকর, করিলেন সৃষ্টি। কটাক্ষেতে প্রাণীগণে করিলেন দৃষ্টি ॥ হলো মানুষ সৃষ্টি, হলো মানুষ সৃষ্টি, বৃক্ষ সৃষ্টি, আর ফল মূল। তাহা খেয়ে প্রাণীগণ অন্তরে ব্যাকুল ॥ কার নাহি বল, কার নাহি বল, সদা দুর্ব্বল, জীর্ণ কলেবর। তাহা দেখি সৃষ্টিধর ভাবেন অন্তর ॥ হবে কেমনেতে হবে কেমনেতে, এজগতে, মম কীর্ত্তি যশ। প্রাণীগণ কৃষকায় খেয়ে ফলের রস ॥ তখন ভেবে মনে, তখন ভেবে মনে, পঞ্চাননে করিলেন জ্ঞাপন। যত সব দেব আসি হইল মিলন ॥ আসি সকল দেব, আসি সকল দেব, আর ভব, মন্ত্রণা করিল। শস্য উৎপাদন জন্য লক্ষ্মী আনাইল ॥ যত দেবগণে, যত দেবগণে, সবে ভণে, শুন লক্ষ্মীমাতা। জীবে আহার যোগাইতে তুমি মোক্ষ দাতা ॥ যাও ত্বরা করি, যাও ত্বরা করি, সয় না দেরি, অবনীমণ্ডলে। জীবগণ হীনবল চল্‌তে চরণ টলে ॥ তখন লক্ষ্মীমাতা, তখন লক্ষ্মীমাতা, অন্নদাতা, বসি পদ্মা-

সনে। উপনীত হইল আসি এই তো ভুবনে॥ দেখে যত প্রাণী, দেখে যত প্রাণী, আকুল প্রাণী, ক্ষুধার কারণ। উঠিবারে শক্তি হীন তনু অতি ক্ষীণ॥ দেখে দেবী কয়, দেখে দেবী কয়, হায় হায়, ওরে বাছা সব। কেন হেন দশা তোদের জেন্তে যেন শব॥ শুনে তারা বলে, শুনে তারা বলে, কি বলিলে, ওগো তুমি কে। কিসে হবে শক্তি বল ক্ষুধায় মরি যে॥ যদি করে দয়া, যদি করে দয়া, মহামায়া, আসিলেন হেথায়। কিছু আহার প্রদান করে জুড়াও হৃদয়॥ বলেন লক্ষ্মী মাতা, বলেন লক্ষ্মীমাতা, শুন বারতা, বলিতেছি সবে। চাষ বাস কর তোমরা দুঃখ নাহি রবে॥ বলে ওগো মাতা, বলে ওগো মাতা, কিবা কথা, কেমনধারা চাষ। কেমনেতে শস্য হয় না জানি নির্য্যাস॥ শুনি লক্ষ্মী হাসি, শুনি লক্ষ্মী হাসি, মনে ভাবি, বলিলা বচন। মৃত্তিকা উর্ব্বরা করে কর বীজ রোপন॥ হবে অনেক ধান্য, হবে অনেক ধান্য, করে দৈন্য, কেন মর দুঃখে। চাষ কর সকল কষ্ট ঘুচবে রবে সুখে॥ তখন এত বলি, তখন এত বলি, কুতূহলি হয়ে লক্ষ্মীমাতা। গাত্র হৈতে মলা তুলি বলিল বারতা॥ এই বীজ ধর, এই বীজ ধর, চাষ কর, হবে শস্য নানা। শ্বেত পীত নানা বর্ণ কিসের ভাবনা॥ সবে হর্ষমতি, সবে হর্ষমতি, করে প্রণতি, বীজগুলি নিল। মৃত্তিকা উর্ব্বর করি রোপন করিল॥ হলো ঘাসের ন্যায়, হলো ঘাসের ন্যায়, ক্রমে যায়, দুমাস এক মাস। হইল ত্রিশিরা বাঁধা ঝাড়ের প্রকাশ॥ কিবা পরিপাটি, কিবা পরিপাটি, দেখলে দুটি, চক্ষু সার্থক হয়। বায়ুর হিল্লোলে যেন ঢলিয়ে পড়য়॥ হলো গলা মোটা, হলো গলা মোটা, সোঁটা সোঁটা, বাহিরিল ধান্য। কেহ শ্বেত কেহ পীত কেহ হরিদ্বর্ণ॥ মশায় তাহাও বলি, মশায় তাহাও বলি, কুতূহলি, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সর্ব্বাঙ্গে তুলিল মলা স্বয়ং আপনি॥ মায়ের কিবা শোভা, মায়ের কিবা শোভা, মনোলোভা, পাদপদ্ম দুটি। অলক্তে আরক্ত

প্রায় যেন শশী কোটি ॥ তাঁর কিবা বর্ণ, তাঁর কিবা বর্ণ, যেন সুবর্ণ, চম্পক বরণী। অধর বিম্বের ন্যায় যেন সৌদামিনী ॥ ও তাঁর কি নাসিকা, ও তাঁর কি নাসিকা, প্রকাশিকা, যেন তিলফুল। নয়নে অঞ্জন শোভে মাথে শোভে চুল ॥ মশায় কিবা কব, মশায় কিবা কব, যাঁরে ভব, যোগেতে না পায়। সে রূপের তুলনা করা মম সাধ্য নয় ॥ যখন সকল স্থল, যখন সকল স্থল, করি মঙ্গল, মলা তুলেছিল। নানাবর্ণে মলাগুলি সুশোভিত হৈল ॥ মশায় সেই কারণ, মশাই সেই কারণ, হলো এমন, নানাবর্ণে ধান। এইখানেতে কথার জবাব হলো সমাধান ॥ মশায় চাষা বটে, মশয় চাষা বটে, নয় তো মুটে, দোজেতে তেজেতে। কমলার দাস মোরা কমলা সেবিতে ॥ এখন বিদায় মাগি, এখন বিদায় মাগি, অনুরাগী সবার চরণে। একটা কথার চাপান দিব শুনহ এক্ষণে ॥ মশায় কোন খানেতে, মশায় কোন খানেতে, কি জন্যেতে, দুর্ব্বাদল শ্যাম। রামরূপ ত্যজে হলেন নবঘন শ্যাম ॥ মশায় রামরূপে, মশায় রামরূপে, কেমন রূপে, কৃষ্ণ হয়েছিলেন। শরাসন ত্যজ্য করে মুরলী লইলেন ॥ আহা কিবা মূর্ত্তি, আহা কিবা মূর্ত্তি, জগৎ তৃপ্তি, ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। হেরিলে হরয়ে মন মুক্তি হয় নর ॥ মশায় এই কথাটি, মশায় এই কথাটি, করে খাঁটি, আমায় বলে যাবে। মধ্য হতে আশো-রেতে দশ জনে শুনিবে ॥ কোথায় ঢুলি দাদা, কোথায় ঢুলি দাদা, মিষ্টি সাদা, বাজাও এসে ঢোল। একবার সকলে মিলে উচ্চৈঃস্বরে হরি হরিবোল ॥ হরি হন দীনবন্ধু, হরি হন দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু তরিবার তরি। ডাকলে পরে পার করিবে দিয়ে চরণ তরী ॥

———

আগে আশোর গাঙ্গুলী মহাশয়।

—:*:—

রাগিণী বাহার—তাল আড় খেমটা।

হায় কি দুঃখের কথা বল্‌তে বুক ফাটে।
বদনা বেটা নিন্দা করে এই ছিল কি ললাটে॥
বলি শোন রে বদনা শোন, দেখাই এ চৌদ্দভুবন,
জানি জানি আমি জানি তুই রে কেমন,——
বেটা লাঙ্গল ছেড়ে মাথা নেড়ে,
তরজায় দিচ্ছিস্ তাল কেটে॥

রামরূপে কৃষ্ণরূপ ধারণ তাহার জবাব।

কোথায় মা জননী বীণাপাণি শ্বেতবস্ত্র পরা। বিষ্ণু বক্ষ বিলাসিনী তুমি মা মুখরা॥ ডাকি বারে বারে, ডাকি বারে বারে, এই আশোরে হও মা অধিষ্ঠান। চাষা বেটার হাতে পড়ে গেল বুঝি প্রাণ॥ বেটা বল্লে কুকুর, বেটা বল্লে কুকুর, ফাকুর ফুকুর, চামড়া খাবার ধ্বনি; ও বেটা যে দামড়া গরু তাহাও আমি জানি॥ এখন শোন রে বেটা, এখন শোন রে বেটা, বাটালি কাটা, আমার মুখের বাণী। তুলোধোনা করে তোরে সার্‌বো রে এখনি॥ মর মর চাষা বেটা, মর মর চাষা বেটা, তুই রে ঠোঁটা, ছোট লোকের ছেলে। নেয়ের কুকুর ঘাড়ে চড়ে সকলেতে বলে॥ তুই বেটা তেম্নি ছেলে, তুই বেটা তেম্নি ছেলে, স্পর্দ্ধা পেলে, রক্ষা নাহি আর। মাথায় চড়ে বসে থাক নাবাতে হয় ভার। যারে কিষ্কিন্ধেপুরে, যারে কিষ্কিন্ধেপুরে, ত্বরায় করে, কেন মরিস হেথা। জ্ঞাত গোত্র বসে ভাবছে ডালে রেখে মাথা॥ সেথা তুই যাবি, সেথা তুই

যাবি, খেতে পাবি, বড় বড় রম্ভা। কাঁচা রম্ভা খেলে তোর লেজ হবে রে লম্বা॥ আর অধিক করে, আর অধিক করে, কি কব রে এখন চেপে যাই। বলে গেছে শাস্ত্রকথা বলিব তাহাই॥ মশায় রামরূপে, মশায় রামরূপে, কেমন রূপে, কৃষ্ণরূপ হলো। তাহার কথা বলে যাই শুন গো সকল॥ যখন লঙ্কা-পুরে, যখন লঙ্কা রে, সীতার তরে, যুদ্ধ হয়েছিল। সেই কালের কথা কছুবলিতে হইল॥ সে যে অঙ্গদ বীর, সে যে অঙ্গদ বীর, মহাবীর, শ্রীরামের চর। রাবণের প্রতি বাক্য বলে ভয়ঙ্কর॥ সে যে রাবণ রাজা, সে যে রাবণ রাজা, মহাতেজা, সহিতে নারিল। মেঘনাদের প্রতি তবে আদেশ করিল॥ মশায় ইন্দ্রজিত, মশায় ইন্দ্রজিত, অপ্রমিত, সেনা সঙ্গে করে। তুমি আজ্ঞা ধরি গেল সংগ্রাম ভিতরে॥ জানে মহামায়া, জানে মহামায়া, তার মায়া, কত আর বলিব। মেঘেতে হইয়া লুকি অস্ত্র হানে সব॥ হানে কত অস্ত্র, হানে কত অস্ত্র, নর পরাস্ত, শ্রীরাম লক্ষ্মণ। শেষেতে নাগপাশ অস্ত্র করে বরিষণ॥ সেই অস্ত্র জোরে, সেই অস্ত্র জোরে, মর্ত্তাপুরে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ। হাতে আর গলদেশে লাগিল বন্ধন॥ দেখে বানরগণ, দেখে বানরগণ, হতমান, করয়ে রোদন। হায় রে দারুণ বিধি কি করি এখন॥ সবে যুদ্ধ ত্যজি, সবে যুদ্ধ ত্যজি, দুঃখে মজি, কাঁদিতে লাগিল। কি করিব কি হইবে আহা কিবা হলো॥ তখন পূর্ণব্রহ্ম, তখন পূর্ণব্রহ্ম, হয়ে চৈতন্য, সুগ্রীবে বলিল। কি হবে কাঁদিলে মিতা অদৃষ্টের ফল॥ কোথায় রাজা হব, কোথায় রাজা হব, রাজ্য পাব, পালবো প্রজাগণ। বিমাতার বাক্যে পিতা দিলেন কানন॥ এলেম কাননেতে, লেমএ কাননেতে, সঙ্গে সীতে, কুঁড়ে ঘরে বাস। তাহাতে হারালাম সীতা এ কি সর্ব্বনাশ॥ যদি ভাগ্যফলে, যদি ভাগ্য-ফলে, তোমা সকলে, বিধি মিলাইল। জলনিধি পার হলেম শেষে প্রাণ গেল॥ শুন মম বাণী, শুন মম বাণী, মিতা তুমি

আমার এখন। স্বীয় দেশে সকলেতে করহ গমন॥ মিতা বিভীষণে, মিতা বিভীষণে, প্রাণপণে, করিয়ে যতন। অযোধ্যা-নগরে এরে করহ স্থাপন॥ যখন এইরূপে, যখন এইরূপে, মনস্তাপে, কাঁদেন প্রভু রাম। ইন্দ্রদেব চিন্তি মনে করেন বিধান॥ বলে পবন ভায়া, বলে পবন ভায়া, করে মায়া, যাও অন্তরীক্ষে। শ্রীরামের কাছে গিয়ে বলগে প্রত্যক্ষে॥ ডাক গরুড়েরে, ডাক গরুড়েরে, ত্বরায় করে, প্রভু চক্রপাণি। গরুড় স্মরণে মুক্ত হবেন আপনি॥ শুনে পবন গেল, শুনে পবন গেল, সেই স্থল, যথা রঘুপতি। শ্রীরামের কাণে কাণে কহেন ভারতী॥ শুনে রঘুপতি, শুনে রঘুপতি, হর্ষমতি, গরুড়ে স্মরিল। গরুড় আসিয়া তথা দরশন দিল॥ ছিল নাগপাশে, ছিল নাগপাশে, হৃষীকেশে, হইয়া বন্ধন। গরুড় আগমনে ভয়ে পলায় সর্পগণ॥ হলেন পাশে মুক্ত, হলেন পাশে মুক্ত, জগৎ ব্যাপ্ত, রামজয় ধ্বনি। উঠিয়ে বৈসেন তবে প্রভু চক্রপাণি॥ তখন গরুড় ভণে, তখন গরুড় ভণে, হৃষ্ট-মনে, ওহে দয়াময়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর কর শ্যামরায়॥ শুনি চক্রপাণি, শুনি চক্রপাণি, মনে গণি, কৃষ্ণমূর্ত্তি হৈল। পক্ষ বিস্তার করি গরুড় তাঁকে আবর্ত্তিল॥ মশায় এইরূপে, মশায় এইরূপে, চুপে চুপে, গরুড় পূজা করে। হনুমান দেখি তাহা বিস্ময় অন্তরে॥ বলে কিবা কষ্ট, বলে কিব কষ্ট, মম ইষ্ট, গরুড় আবর্ত্তিল। ধ্যানস্থ হইয়া হনু সমস্ত জানিল॥ সে যে গরুড় পক্ষ, সে যে গরুড় পক্ষ, হতে মোক্ষ, রামরূপ হরি। হস্তেতে দিয়েছে বাঁশী আহা মরি মরি॥ খুলে জটা বাকল, খুলে জটা বাকল, আর সকল, যত বেশ ভূষা। চূড়া পরাইয়ে দিয়ে করিয়াছে শোভা॥ দেখে হনু বীর, দেখে হনু বীর, রাগে অস্থির, উসিমিসি করে। কি করিবে কার্য্যা-দ্ধারে থাকে চুপটি করে॥ মশায় এইখানে, মশায় এইখানে, রামায়ণে, রামরূপ ত্যজি। কৃষ্ণমূর্ত্তি হয়েছিল গরুড় প্রেমে

মজি॥ শোন রে ওরে চাষা, শোন রে ওরে চাষা, আমার ভাষা, হয় কি না হয়। প্লাল্‌টা চাপান দিয়ে যাবো শুন্‌বে সমুদয়॥ তুই বল্লি ভাল, তুই বল্লি ভাল, চিরকাল, আমার জানা ছিল। রামরূপে এইখানে কৃষ্ণ হয়েছিল॥ বল কোন্ খানে, বল কোনখানে, সবে ভণে কৃষ্ণরূপ হরি। রামরূপ হয়েছিলেন আপনি মুরারি॥ বল সবার স্থানে, বল সকার স্থানে, শাস্ত্র জেনে, শুনি খুসি হ'ক্। তবু বলবে চাষা বেটা ভাল বেঁচে র'ক্॥ কোথায় আছ চুলি, কোথায় আছ চুলি, স্পষ্ট বুলি, বাজাও তুমি ঢোল। একবার সবে মেলি উচ্চ-রবে বল হরিবোল॥ এখন আমি আসি, এখন আমি আসি, সবে ভাষি, বিদায় হয়ে যাই। এবার এসে শাস্ত্র কথা বল্‌বো সমুদাই॥

বদন ঘোষের অশোর।

রাগিণী জংলা। তাল আড়খেমটা।

মরি হায় হায় রে, হায় কি মজা হায়।
সভার মাঝে লজ্জায় মরি, ঘট্‌লো বিষম দায়॥
কোথাকার ফচ্‌কে ছোড়া, দিয়ে গেল বাহু নাড়া,
লজ্জাতে হই গো সারা, জেন্তে মরা প্রায়।
ও বেটা চেম্‌না ছেলে, অষ্টধাত গঠন মিলে,
সব কথা যাব বলে, রাগ করোনা তায়।
কৃষ্ণাবতারে রামরূপ ধারণ তাহার জবাগ।

শুন সবে ভক্তিভাবে আমার মুখের বাণী। গাঙ্গুলি মশায় কেমন বামুন বলি সে কাহিনী॥ মশায় ব্যাস মুনি, মশায় ব্যাস

মুনি, পুরাণে শুনি, সেও বরং ভাল। ভগে জন্মায় ভগীরথ রাষ্ট্রে চিরকাল॥ মশায় পাণ্ডু রাজা, মশায় পাণ্ডু রাজা, রাখলে ধ্বজা পঞ্চপুত্র তার। পাঁচজনেতে দিল জন্ম রাষ্ট্রে ত্রিসংসার॥ এরা সবে ভাল, এরা সবে ভাল, চিরকাল ধর্ম্মে ছিল মতি। এ বেটা যে অষ্টধেতে, সদা চায় অখ্যাতি॥ মশায় ব্যাসের ছন্দে, মশায় ব্যাসের ছন্দে, করে নিন্দে, এমনি দুরাচার। ঘর গড়া করিবে পুরাণ ইচ্ছা নিচ্ছে তার॥ বেটা বেদ ছাড়া, বেটা বেদ ছাড়া, কোরাণ ছাড়া কিসেতে ধরিব। এবার মশায় হুমতেতে মত দিয়ে যাইব॥ বলে কৃষ্ণ কোথা, বলে কৃষ্ণ কোথা, বলুক হেথা, রাম রূপ হয়ে। বিরাজ করিয়াছিল হনুমান লয়ে॥ শুন তাহার কথা, শুন তাহার কথা, আজকে হেথা প্রকাশ করিব। চাষার হাতে পড়ে গেছে অল্পে না ছাড়িব॥ আমিত চাষার ছেলে, আমিত চাষার ছেলে, লাঙ্গল ঠেলে, খাই বাবুগণ। কোথা জান্‌বো শাস্ত্রকথা সর্ব্ব সার ধন॥ মশায় ভেবে মরি, মশায় ভেবে মরি, কিবা করি, অনেক জেনে শুনে। সার কথাটি প্রকাশ করি শুন সর্ব্বজনে॥ এ নয় হাসি খুসি, এ নয় হাসি খুসি, পুরাণো বাসী, টাট্‌কা যাব বোলে। যথার্থ কি অযথার্থ শুন্‌বে কুতূহলে॥ এ নয় কাণ্ড সোজা, এ নয় কাণ্ড সোজা, বোঝা সোজা, কঠিন ব্যাপার। অযথার্থ হলে পরে রক্ষা নাইকো আর॥ একে জেতে চাষা, একে জেতে চাষা, বুদ্ধিনাশা, সহজে কটু বলে। দোষ পেলে কি আর বাঁচওয়া রাখবে সভাস্থলে॥ মশায় তাই ভেবে মনে, মশায় তাই ভেবে মনে, এতক্ষণে আসল কথা কই। চাষার ছেলে বটে আমি কাজে চাষা নই॥ চাষা হয় গালাগালি, চাষা হয় গালাগালি, শুন বলি তার বিবরণ। বামুনের ছেলে মন্দকাজে চাষা বাচ্য হয়॥ ছিল সত্রাজিত, ছিল সত্রাজিত, সবে অবগত, রাজা বলবান্। তার ভয়ে রাজগণ সব কম্পবান॥ ছিল তাহার কন্যা, ছিল তাহার কন্যা, ভুবন মান্যা, নাম সত্যভামা।

মনে করিতেন ত্রিভুবনে নাহি আমার সমা ॥ তাতে কৃষ্ণ হরি, তাতে কৃষ্ণ হরি, যত্ন করি, বসিতেন ভাল। সেই অহঙ্কারে সদা ঠুকে বেড়াতেন তাল। মহাশয় বল্‌বো কত, মহাশয় বল্‌বো কত, বুদ্ধিহত, ছিল সুদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের হাতের চক্র অতি সুদর্শন ॥ ভাবে সেও মনে, ভাবে সেও মনে, মম সনে, কে আছে তুলনা। মনে কর্‌লে মম ধারে এক প্রাণী বাঁচেনা ॥ আমার সমতুল, আমার সমতুল, নাইকো তুল, এই ভারত-ভূমে। অহঙ্কারে পরিপূর্ণ বলে যাই ক্রমে ॥ ছিল গরুড় পক্ষ, ছিল গরুড় পক্ষ, যক্ষ রক্ষ, কারে নাহি মানে। শ্রীকৃষ্ণের বাহন বলি সদা মত্ত মনে ॥ মশায় বল্‌বো কত, মশায় বল্‌বো কত, সবে এই মত অহঙ্কারে মত্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলি অন্তরে মহত্ব ॥ সে যে বংশীধারী, সে যে বংশীধারী, দর্প-হারী, জানিতে পারিল। দর্প খর্ব্ব কর্‌বো বলি মনেতে চিন্তিল ॥ শুন তাহার কথা, শুন তাহার কথা, আজকে হেথা, করিব প্রকাশ। একদিন গরুড় এলো প্রভুর সম্ভাষ ॥ দেখে বলেন হরি, দেখে বলেন হরি, বংশীধারী, বিনতা-নন্দন। ভাবিত ছিলাম বাপু তোমার কারণ ॥ এলে ভাল সময়, এলে ভাল সময়, যাও ত্বরায় মান সরোবর। অষ্টোত্তর নীল পদ্ম আন শীঘ্রতর ॥ হবে ইষ্ট পূজা, হবে ইষ্ট পূজা, আর পূজা যত দেব সবে ; পূজন হচ্ছে না বাপু তাহার অভাবে ॥ শুনে গরুড় কয়, শুনে গরুড় কয়, মহাশয়, ভাবনা কি তার। ক্ষণ-মাত্রে এনে দিব এবা কোন ছার ॥ যদি মনে করি, যদি মনে করি, ও হে হরি, তব শ্রীচরণে। ইন্দ্রে বেঁধে এনে দিতে পারি যে এক্ষণে ॥ কি ছার পদ্ম আনা, কি ছার পদ্ম আনা, ও বাসনা এখনি পুরাব। অষ্টোত্তর পদ্ম এনে কার্য্য উদ্ধা-রিল ॥ তখন গরুড় যায়, তখন গরুড় যায়, ত্বরায়, অতি-শয় বেগে। দেখে তার গতি, ক্ষুদ্রমতি, সবে যায় ভেগে ॥ হেথায় হনুমান, হেথায় হনুমান, বর্ত্তমান কদলী বনের।

গরুড়ের গমন দেখি ভাবিলেন মনে ॥ বলে ওহে হরি, বলে ওহে হরি, চিন্তে নারি তোমার মহিমা। ক্ষুদ্রের মহত্ব হলে ঐ রূপই গরিমা ॥ একটা উড়ন পেকে, একটা উড়ন পেকে, যাচ্ছে বেঁকে, আছে কি দরকার। পৃথিবীকে সরা দেখেছে মনে অহঙ্কার ॥ যদি থাকে মতি, যদি থাকে মতি, রঘুপতি, তোমার চরণে। আজ ওর দফাটা কর্‌বো রফা যা হয় এক্ষণে ॥ তখন হনু বীর, তখন হনু বীর, হয়ে অস্থির, মূর্ত্তি প্রকাশিল। মর্কটের মূর্ত্তি ধরি পথেতে রহিল ॥ মশায় বল্‌বো কত, মশায় বল্‌বো কত, বুদ্ধি হত, আশ্চর্য্য ঘটন। গরুড় আসিয়ে তথা মিলিল তখন ॥ দেখে পথে শুয়ে, দেখে পথে শুয়ে, চুপ করিয়ে, একটি মর্কট। মরা কি জীয়ন্ত তারে চিনিতে সঙ্কট ॥ ভাবে গরুড় পক্ষ, ভাবে গরুড় পক্ষ, করি লক্ষ্য, এ যে বিষম দায়। ডিঙ্গায়ে কেমনে যাই কৃষ্ণের আজ্ঞায় ॥ বলে ওরে বেটা, বলে ওরে বেটা, লটা পটা, করে যে শুয়েছ। এ রাস্তায় লোক চলে না এইটে কি ভেবেছ ॥ যা রে যা শীঘ্র করে, যা রে যা শীঘ্র করে, যথাকারে, থাকিস্ আপনি। গেলে পরে আচ্ছা করে দিব ঘে চাপনি ॥ বেটা জানোনাকো বেটা জানোনাকো, ভয় না রাখো, আমি যে এসেছি। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লয়ে গমন করেছি ॥ শুনে হনু কয়, শুনে হনু কয়, মহাশয়, গায়ে নাই বল। উঠিতে না পারি আমি পরাণ বিকল ॥ যদি দয়া করে, যদি দয়া করে, আজকে মোরে, সরাইয়ে দাও। রাস্তা ছেড়ে শুয়ে থাকি নাড়বেনাকো কেউ ॥ শুনে গরুড় কয়, শুনে গরুড় কয়, সে কি হয়, তুই যে কৃশ কায়। ছুলে পরে মরে যাবি আমার পাষাণ কায় ॥ শুনে হনু বলে, শুনে হনু বলে, যা বলিলে মনে তাই নিলে। ক্ষণেক কাল সবুর কর জান্‌বে আমার লীলে। ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, ক্ষমা কর, বলিহে তোমায়। এক পাশে টানিয়ে তুমি রেখে যাও আমায় ॥ শুনে গরুড় কয়,

শুনে গরুড় কয়, হাসিও পায় ,না করিলেও নয়। তবে একটু সামলে থাকিস কি জানি কি হয়॥ তখন এত বলে, তখন এত বলে, গরুড় বলে, ধরে উঠাইতে। না পারি নাড়িতে তারে বলের সহিতেও তখন হনু কয়, তখন হনু কয়, আর নয়, জেনেছি তোর বল॥ এই সাহসে দর্প করে বেড়াস ভূমণ্ডল॥ আজ আচ্ছা করে, আজ আচ্ছা করে, দেখবো তোরে, ওরে উড়নপেখে। ডেনা পেনা সকল যাবে থাকবি তুই বেঁকে॥ তখন এত বলি, তখন এত বলি, ক্রোধে জ্বলি, ধরি নিজ কায়। গরুড়েরে ধরে চেপে লম্ফ দিয়ে তায়॥ তখন গরুড় কয়, তখন গরুড় কয়, মহাশয়, ছেড়ে দাও দাদা। না জেনে বলেছি মন্দ তোমার মন সাদা॥ কেন এমন কর, কেন এমন কর, সর সর, ব্যাজে কার্য্যে নাই। তুমি আমার বড় দাদা প্রাণ বাঁচাও রে ভাই॥ শুনে হনু কয়, শুনে হনু কয়, তাও কি হয়, ক্ষণেককাল থাক। যাবার সময় নয়নমুদে একবার কৃষ্ণ বলে ডাক॥ ডাকিছ দাদা বলে, ডাকিছ দাদা বলে, মরণ কালে, দেখ দাদার গুণ। টিপনি দিয়ে তোমার পরাণটা করে ফেলি খুন॥ বড় অহঙ্কারে, বড় অহঙ্কারে, আসি হেথারে, নিতে এলে পদ্ম। পদ্মের বদলে তোর প্রাণ যাবে রে সদ্য॥ তুই যে বল্লি দাদা, তুই যে বল্লি দাদা, কল্লি কাদা, নয়নের জলে। দাদা কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে॥ তবে হাঁ হতে পারে, তবে হাঁ হতে পারে, কেমন করে, তবে বলে যাই। এক সূর্য্যে এই জগতে রোদ পোহাই রে ভাই॥ চিনি তোর মাকে চিনি, চিনি তোর মাকে চিনি, হন তিনি মাসীর সমতুল। মাসীর গর্ব্ভে জন্মে কেন হবি রে বুলবুল॥ দেখবো তোর ডানা নাড়া, দেখবো তোর ডানা নাড়া, বুদ্ধি আকাঁড়া, উড়ন পেকোর ঘাই। চিরকাল করে থাকিস বড় যে বড়াই॥ তখন এত বলে, তখন এত বলে, কুতূহলে দিল একটি চাপ। গরুড় বলে ছাড় হাত বাপ

বাপ বাপ॥ মশায় বল্‌বো কত, মশায় বল্‌বো কত, বুদ্ধি হত, হয় যে দেখে শুনে। গরুড়ের নয়ন-জল ঝরে দুনয়নে॥ দেখে তাহার দশা, দেখে তাহার দশা, দিয়ে ভরসা, হনুমান কয়। ভয় কি রে মারিব নাই কর্‌বো পরিচয়॥ তখন এত বলি, তখন এত বলি, কুতূহলি, গরুড়ে কক্ষে করি। লম্ফ দিয়ে করিলেক আগুসারি॥ গেল মান সরোবরে, গেল মান সরোবরে, হর্ষ অন্তরে, তোলে পদ্ম ফুল। একশত অষ্ট গুনি করে সমতুল॥ ভাবে মনে মনে, ভাবে মনে মনে, আর এক্ষণে, বিলম্বে কি ফল। ইষ্ট পূজার জন্যে ঠাকুর আছেন বিকল॥ যাব শীঘ্রগতি. যাব শীঘ্রগতি, করি মিনতি, তাঁহার চরণে। ঘুচাব মনের দুঃখ যা হবে এইক্ষণে॥ তখন পদ্ম লয়ে, তখন পদ্ম লয়ে, চলে ধেয়ে, দ্বারকা ভুবন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারে এসে দিল দরশন॥ দেখে চক্র রোধে, দেখে চক্র রোধে, মহাক্রোধে, হনুমান দেহ। বলে আজ্ঞা বিনা এই দ্বারেতে যেতে নারে কেহ॥ যদি থাকে ভয়, যদি থাকে ভয়, দূরাশয়, থাক ঐখানে। দ্বারে প্রবেশিলে পরে মরিবে পরাণে॥ হেসে হনু কয়, হেসে হনু কয়, বড় ভয়, তোর বড় ধার। দেখবো আজ কত ধারিস রঘুপতির হার॥ তখন এত বলি, তখন এত বলি, অঙ্গুলি তুলে চক্রে পরাইয়া। চলি-লেন অন্তঃপুরে জয় রাম বলিয়া॥ শুনে চক্রপাণি, শুনে চক্রপাণি, কন অমনি যত নারীগণে। কে পারিবে সীতা হতে এস হে-এক্ষণে॥ এলো হনুমান, এলো হনুমান, নাইকো ত্রাণ, হও সাবধান। এক এক চাপড়ে সবার বধিবে পরাণ॥ শুনে সত্যভামা, শুনে সত্যভামা, বলে ও মা এ কেমন কথা। তোমার কথা শুনে আমার ধরে গেল মাথা॥ হব রামের সীতা, হব রামের সীতা, দারুণ কথা, তাও কি হতে পারি? তবে বুঝি নারীবধে বাসনা হে হরি॥ বল ভালবাসি, বল ভালবাসি, মধুর হাসি, এইবারে গেল জানা॥

তা নৈলে এমন কথা বলে কোন জনা॥ শুনে কৃষ্ণ কয় শুনে কৃষ্ণ কয়, ব্যঙ্গ নয়, সত্য এই ভাষা। তা নৈলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে দুর্দ্দশা॥ যদি ভাল চাহ, যদি ভাল চাহ, শীঘ্র যাহ সিংহাসনের তলে। এখনি আসিবে হনু জয় রাম বলে॥ ভয়ে সত্যভামা, ভয়ে সত্যভামা, মৃত্যু সমা, সিংহাসনের নীচে। বসিলেন বস্ত্র দিয়ে মুখে তার পিছে॥ দেখে কৃষ্ণ কয়, দেখে কৃষ্ণ কয়, আর নয়, সময় বয়ে যায়। রুক্মিণীরে ডাকিলেন আপনি যদুরায়॥ শুনে শ্রীরুক্মিণী, শুনে শ্রীরুক্মিণী, আসি অমনি, কৃষ্ণ প্রতি কয়। কি করিতে হবে আমায় বলুন মহাশয়॥ তখন কৃষ্ণ বলে, তখন কৃষ্ণ বলে, সব ভুলিলে ওহে প্রাণপ্রিয়া। আসিয়াছে হনুমান দরশন লাগিয়া॥ সীতা তুমি হও, সীতা তুমি হও, আর কেন রও, দাঁড়ায়ে এখন। আমি হলেম রামমূর্ত্তি হনুর কারণ॥ মশায় এইখানেতে, মশায় এইখানেতে, কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে, রাম দয়াময়। রাম মূর্ত্তি হয়েছিলেন পুরাণে আছয়॥ আমি ব্যক্ত করে, আমি ব্যক্ত করে, এই আশোরে, করিলাম প্রকাশ। খাঁটি খাঁটি বলিয়াছি পুরাণ আভাস॥ কথার জবাব হলো, কথার জবাব হলো, প্রাণ জুড়ালো বাবু মহাশয়। এখন একটি কথার চাপান দিব শুন সমুদায়॥ বল কোনখানেতে, বল কোনখানেতে, কি জন্যেতে, কোন মহাবল। আপন স্ত্রীর গর্ভবাসে পেলে মুক্তি ফল॥ কথা মিথ্যা নয়, কথা মিথ্যা নয়, পুরাণে কয়, রাষ্ট্রে ভূমণ্ডল। মেগের গর্ভে বাস করিয়ে পান করেছে জল॥ বলুক প্রকাশ করে, বলুক প্রকাশ করে, এই আশোরে দশ জনার কাছে। না বলিলে উচিত শাস্তি আমার কাছে আছে॥ সবে হরি বল, সবে হরি বল, দিন ফুরালো, এলো কালচর। দীননাথে না ডাকিলে কি হবে উত্তর॥ সে যে বাঁকা হরি, সে যে বাঁকা হরি, বংশীধারী, অগতির গতি। সে চরণ বিনা জীবের নাহি আর গতি॥

চামড়া খাবার যম। কোথাও কিছু না পাইলে তুলে খাবে লোম॥ বেটা সৃষ্টি ছাড়া, বেটা সৃষ্টি ছাড়া, জানে হাত নাড়া, তাতে কেউ পারে না। ঠেকলে পরে সেরে ফেলে তেরে তানা নানা॥ আজ আচ্ছা করে, আজ আচ্ছা করে, মার্‌বো ওরে, আমি ভগীরথ। গঙ্গাতীরে দিয়ে ওরে পূরাব মনোরথ॥ শোন রে ওরে বদন, শোন রে ওরে বদন, তোরে এমন, বদনে কথা কই। এর পরেতে হাতাহাতি হবে দেখছি ঐ॥ আছে তোর বিদ্যা জানা, আছে তোর বিদ্যা জানা, ছেঁড়ো টেনা, কখন ঘুচলো না। মিছে কেন মরিস হেথা ফল কিছু হবে না থএ ন চেপে যাই, এখন চেপে যাই, আর কাজ নাই, জবাব দিতে হবে। বলে গেছে শাস্ত্র কথা বিলম্ব না সবে॥ বলেছে হয়ে স্বামী, বলেছে হয়ে স্বামী, কি বদনামী, স্ত্রীর গর্ভে যায়। সেই কথাটি করে খাঁটি বলুক হেথায়॥ এ কথা মিথ্যা নয়, এ কথা মিথ্যা নয়, পুরাণে কয়, শুন সমাচার। একে একে বলে যাব ভাবনা কিবা তার॥ শুন সভাজন, শুন সভাজন, বলি এক্ষণ, সেই বিবরণ। শান্তনু নামেতে রাজা ছিল এক জন॥ কথা মিথ্যা নয়, কথা মিথ্যা নয়, ভারতে কয়, ভীষ্ম তাঁর ছেলে। গঙ্গাগর্ভে জন্ম তার রাষ্ট্র ভূমণ্ডলে॥ মশায় বল্‌বো কত, মশায় বল্‌বো কত, বুদ্ধি হত, আশ্চর্য্য ঘটন। শান্তনুকে গঙ্গাদেবী করেছিল বরণ॥ তিনি পতি বলি, তিনি পতি বলি, কুতূহলী সদত মানিত। শিব অংশে জন্ম তাঁর সকলে জানিত॥ গেল কত কাল, গেল কত কাল, চরম কাল, সমাপ্ত সময়। আপনার স্বর্গগতি চিন্তিলেন রায়॥ বলে এ সঙ্কটে, বলে এ সঙ্কটে, ঈশ্বর নিকটে করিব বসতি। কাহার স্মরণ নিলে পাইব সদ্গতি॥ তখন মনে মনে, ভাবি মনে মনে, কতক্ষণে, বলে ভীষ্ম প্রতি। চল বাছা মোরে নিয়ে গঙ্গার বসতি॥ হলো শেষ দশা, হলো শেষ দশা, সব নিরাশা, আশা মাত্র সেই। তার গর্ভে করে

বাস জগৎ জিনে নেই॥ শুনে ভীষ্ম কয়, শুনে ভীষ্ম কয়, মহাশয়, ভাবনা কি তার। তিল মধ্যে লয়ে যাব নিকটেতে তাঁর॥ তখন এত বলি, তখন এত বলি, কুতূহলী, পিতাকে লইয়ে। আপন মাতার গর্ভে রাখিলেন শোয়ায়ে॥ মশায় এইখানেতে, মশায় এইখানেতে, গঙ্গা গর্ভেতে, শান্তনু রাজন। পত্নীগর্ভে বাস করেছে রাষ্ট্র ত্রিভুবন॥ কথার জবাব হলো, কথার জবাব হলো, প্রাণ জুড়ালো, বাবু মহাশয়। একটি কথার চাপান দিব শুন সমুদয়॥ বল কোনখানেতে, বল কোনখানেতে, এক মনেতে, শাশুড়ী হইয়া। জামাইকে ইচ্ছিল পতি বল বিবরিয়া॥ বড় মজার কথা, বড় মজার কথা, বল হেথা, প্রকাশ যে করে। জামাই ভাতার কর্‌বার তরে কেবা বাঞ্ছা করে॥ হলো জামাই ভাতার, হলো জামাই ভাতার, সুখের সাঁতার, সকল ঘরে ঘরে। এই কথাটা এই-খানেতে, বল প্রকাশ করে॥ এখন আমি আসি, এখন আমি আসি, হাসি হাসি, বিদায় হয়ে যাই। এবার এসে ভাল করে জবাব দিব ভাই॥ কোথা ভাই চুলি দাদা, কোথা ভাই চুলি দাদা, মিষ্টি সাদা, বাজাও এসে ঢোল। বদন ঘোষ আসরে আশোরে বল হরিবোল॥ বদন বড় জ্ঞানী, বদন বড় জ্ঞানা, গুণমণি, প্রাণের সমান। বদন সনে আমার পিরীত ব্যক্ত সর্ব্ব স্থান॥ বদন গাবে ভাল, বদন গাবে ভাল, গলা ভাল, মারবে মধুর তান। সকলে বসে শোন এবার চাঁদবদনের গান॥ বদন নয় সাধারণ, বদন নয় সাধারণ, পরিত্রাণ, বদন মুখের বাণী। হরিনাম মহামন্ত্র আশ্চর্য্য কাহিনী॥ ওর যে হরি কথা, ওর যে হরি কথা, মর্ম্মে গাঁথা, সদা নয়ন ঝরে। শুন সবে ভক্তিভাবে হর্ষিত অন্তরে॥

বদন ঘোষের অশোর।

রাগিণী জংলা—তাল আড়খেমটা।

গেল দিন গেল গেল উপায় কি হবে বল।
দিন কাটালি মিছে কাজে ভাবলি না হরির চরণ কমল॥
বিনা হরির শ্রীচরণ, জীবের আর কি আছে ধন,
সঁপিলে তাঁহাতে মন, ঘুচিবে সব জঞ্জাল॥
এখন উপায় শোন, ভজ হরির শ্রীচরণ,
দূরে পালাবে শমন, সুখে রবে চিরকাল॥

জামাইকে কে পতি বাঞ্ছা করেছিল তাহার জবাব:

কোথায় শিবে, রাখ জীবে, ত্রৈলোক্য তারিণী। তোমার চরণ নিলাম শরণ বিপদ হারিণী॥ আমি মা অতি দীন, আমি মা অতি দীন, তনু ক্ষীণ, হলো দশার শেষ। কোন দিনে মা রবিসুতে ধর্‌বে এসে কেশ॥ রেখ মা চরণেতে, রেখো মা চরণেতে, কটাক্ষেতে, করি দৃষ্টিপাত। যেন মা রবিসুতে একবারেতে না মারে নির্ঘাত॥ আমি মা অতি পাপী, আমি মা অতি পাপী, মনে সন্তাপী, সদা তোকে ডাকি। তুই যদি মা সদয় থাকিস ভয় কি আর রাখি॥ কিন্তু মা আজকে বুঝি, কিন্তু মা আজকে বুঝি, সকল পুঁজি, এইখানেতেই যায়। গাঙ্গুলী মশায় বড় কঠিন চাপান দিলে গায়॥ বলেছে শক্ত কথা, বলেছে শক্ত কথা, মর্ম্মে ব্যথা, শুনে মরে আছি॥ এইবারে মা বল্‌বো আমি নাইকো বাছাবাছি॥ বলেছে আমায় কুকুর, বলেছে আমায় কুকুর, ফাকুর ফুকুর, চামড়া খাবার যম। কোথায় কিছু না পাইলে তুলে লয় লোম॥ মশায় আপনি যেমন, মশায় আপনি যেমন, বল্লে তেমন, দুঃখ তায় নাই। উনি যেমন ভদ্রলোক তার পরিচয় চাই॥ হয়েছে

সকাল বেলা, হয়েছে সকাল বেলা, গেয়ে গলা, বদ্ধ হয়ে গেছে। সেই জন্যেতে আমার সঙ্গে এরূপ কত্তেছে॥ আছে কি ভাবনা তার, আছে কি ভাবনা তার, খাবার সার, আমার কাছে আছে। অনেক রকম দিতে পারি নাম কর্‌বো তার মিছে॥ এখন চেপে যাই, এখন চেপে যাই, আর কাজ নাই, জবাব দিতে হবে। বলে গেছে শাস্ত্র কথা শুন কই সবে॥ হবে জামাই পতি, হবে জামাই পতি, কোন সতী, করেছিল মন। একে একে বলে যাই তাহার বিবরণ॥ দেখ শ্রীরামচন্দ্র, দেখ শ্রীরামচন্দ্র, জগৎ চন্দ্র, কোথা হবেন রাজা। তাহাতে কৈকেয়ী মাগী দিলে আজ্ঞা সাজা॥ পরিয়ে জটা বাকল, পরিয়ে জটা বাকল, আর সকল ত্যজি অলঙ্কার। পাঠাইল কাননেতে চতুর্দ্দশ বৎসর॥ রাম নিজ গুণে, রাম নিজ গুণে, ভ্রমেণ বনে, যথায় তথায়। সীতা সতী গুণবতী দারুণ কষ্ট পায়॥ শুন এক দিন, শুন এক দিন, দৈবাধীন, আসি বসুন্ধরা। দুহিতার কষ্ট দেখি হইয়া কাতরা॥ এলেন যথা সীতা, এলেন যথা সীতা, কহেন কথা, ওগো মা জানকী। এত কষ্ট তোমার ভাগ্যে আমি প্রাণ রাখি॥ হলেন রঘুপতি, হলেন রঘুপতি, তোমার পতি আনন্দ অন্তরে। ভেবেছিলাম সুখী তুমি হবে অতঃপরে॥ হলো না কপাল গুণে, হলো না কপাল গুণে, কি কুক্ষণে, আহা মরি মরি। কাননে ভ্রমিছে বাছা কত কষ্ট করি॥ যদি ভগবান, যদি ভগবান, দয়াবান, হন আমার প্রতি। আমার পতি হয়ে তোমায় পালবে রঘুপতি॥ হলে আমার পতি, হলে আমার পতি, রঘুপতি, ঘুচিবে দুর্গতি। কিছু দিন কষ্টে তুমি থাক গুণবতী॥ শুনে সীতা কন, শুনে সীতা কন, এ কেমন, কহ ওগো মাতা। আমার পতি তোমার পতি আশ্চর্য্য বারতা। তুমি মম মাতা, তুমি মম মাতা, জগত ত্রাতা, রাষ্ট্রে চরাচর। আমার পতি রঘুপতি হবেন তোমার বর॥ এ কি কুচ্ছ কথা,

এ কি কুচ্ছ কথা, ওগো মাতা আর তুমি বলোনা। জামাই পতি কর্‌বে তুমি মনেতে বাসনা॥ এ যে দারুণ কথা, এ যে দারুণ কথা, ওগো মাতা শুন্‌লে রঘুপতি। লজ্জাতে না কবেন কথা হয়ে দুঃখমতি॥ শুনে বসুন্ধরা, শুনে বসুন্ধরা, হয়ে কাতরা, বলে ওগো সীতে। রঘুপতি আমার পতি হবেন কি জন্যেতে॥ বলি তাহার কথা, বলি তাহার কথা, আজকে হেথা, করিয়া প্রকাশ। তুমি মম শিশুমতি কি জান আভাষ॥ হবেন রাম ভূপতি, হবেন রাম ভূপতি, আমার পতি, এই মনেতে বাসনা। লোকেতে বলিবে পতি রাজ্যেতে ঘোষণা॥ হবেন ধরাপতি, হবেন ধরাপতি, রঘুপতি, প্রজার আনন্দ। তুমি হবে রাজ্যেশ্বরী মনে মহানন্দ॥ শুনি সীতা কন, শুনি সীতা কন, মূল কারণ বুঝেছি গো আমি। উপহাস কর্‌লেম আমি বুঝ না কি তুমি॥ মশায় এইখানেতে, মশায় এই-খানেতে কাননেতে, আসি বসুন্ধরা। জামাই পতি হবেন বলি ছিলেন কাতরা॥ উহার জবাব হলো, উহার জবাব হলো, প্রাণ জুড়ালো বাবু মহাশয়। আমি একটি চাপান দিব শুন সমুদয়॥ বলুক কোনখানেতে, বলুক কোনখানেতে, কিজন্যেতে নন্দের কুমার। মামীকে করিল পত্নী না করি বিচার॥ আবার তাহার সনে, আবার, তাহার সনে, সঙ্গোপনে, নিত্য লয়ে বনে। কত যে করিল লীলা সকল লোকে জানে॥ বল সেই কথাটি, বল সেই কথাটি, করে খাঁটি, দশ জনার কাছে। মামীকে করিল পত্নী কে ছিল তার পাছে॥ বড় সন্ধ আছে, বড় সন্ধ আছে, তোমার কাছে শুন্তে অভিলাষী। বল দেখি এই আশোরে আমাকে প্রকাশি॥ জানিব জারি জুরি, জানিব জারি জুরি, দশ হাজারি, বিদ্যার আলাপ। সভার মাঝে বক্‌চো তুমি যেমন প্রলাপ॥ তুমি বামুনের ছেলে, তুমি বামুনের ছেলে, ফলার পেলে, সকল যাবে ভুলে। মিছে কেন মর চেঁচিয়ে তুল হয়েছে মূলে॥ এখন আমি আসি, এখন আমি

আসি, মধুর হাসি, বিদায় সবে মাগি। গাঙ্গুলি মশায় আসবে আশোরে মনে অনুরাগী ॥ সবে হরি বল, সবে হরি বল, দিন গেল, এল কালচর। দিন থাকিতে দীননাথে ভাল করে স্মর ॥ বিনে সেই হরির চরণ, বিনে সেই হরির চরণ, আর কিবা ধন, এই জনমে আছে। যেই চরণে নিলে শরণ শমন পলায় পাছে ॥ নাম তাঁর শমনদমন, নাম তাঁর শমনদমন, ব্যক্ত ভূবন, মিথ্যা কথা নয়। ডাক্‌লে পরে সেই নামটি গোলকে নিলয় ॥ দেখ ভাই জগাই মাধাই, দেখ ভাই জগাই মাধাই, তারা দুই ভাই, মহাপাপী ছিল। সেই নামের জোরে একেবারে যমকে ফাঁকি দিল ॥ কোথা ভাই ঢুলি দাদা, কোথা ভাই ঢুলি দাদা, মিষ্ট সাদা বাজাও তুমি ঢোল। গাঙ্গুলি মশায় আসবে আশোরে বল হরি বোল ॥ গাবে তরজা কবি, গাবে তরজা কবি, করে আজগুবি, ভাঙ্গিবে সন্দেহ। ক্ষণেক কাল ধৈর্য্য ধরে সকলেতে রহ ॥

ভগীরথ গাঙ্গুলীর আশোর।

—:*:—

রাগিণী টোরি।—তাল আড়খেমটা।

এসেছিলাম ভবে আমি ভজ্‌বো বলে হরির চরণ।
পড়ে ভূমে মাটী খেয়ে ভুলে গেল আমার এ মন ॥
ঘোর জননীর মায়া, নিত্য বাড়ে মম কায়া,
এ সংসার ভোজবাজী ছায়া, বিফলে গেল জীবন ॥
দারা সুত পরিবার, দেখ রে মন কেবা কার,
আঁখি মুদিলে অন্ধকার, বেঁধে লবে রে শমন।
দিনান্তরে একবার, ডাক কৃষ্ণ সারাৎসার,
অন্তিমে পাবে নিস্তার, তিনি ব্রহ্ম সনাতন ॥

শ্রীকৃষ্ণের কি জন্য মামী পত্নী তাহার জবাব।

বড় মজা বেদে গেল গো বাবু বেদে গেল মজা। চাষার ছেলে তরজা গেয়ে কুলে দেয় ধ্বজা॥ খাওয়ালে আমায় কলা, খাওয়ালে আমায় কলা, সকাল বেলা, তাতে দুঃখ নাই। ওর বাপের পিণ্ডি কিসে দিবে ভাবছি বসে তাই॥ ও বেটা বেদো ছেলে, ও বেটা বেদো ছেলে, শাস্ত্র ফেলে, অশাস্ত্রেতে যায়। বল্লে কথা সভার মাঝে লেগে যাবে গায়॥ যাব না অসম্প্রীতে, যাব না অসম্প্রীতে, কোনমতে শাস্ত্র কথা কব। বলে গেছে যে কথাটি তাহার জবাব দিব॥ বলেছে আমার প্রতি, বলেছে আমার প্রতি, শুন সম্প্রতি, কৃষ্ণ মামী রাধা। তার সঙ্গে করলো প্রেম না মানিল বাধা॥ আছে হে তাহার কথা, আছে হে তাহার কথা, আজকে হেথা, করিব প্রকাশ। দশ জনেতে বসে শুন হইও না নৈরাশ॥ যাহারে আয়ান বলে, যাহারে আয়ান বলে, সব গোয়ালে, শ্রীরাধার পতি। পূর্ব্ব জন্মে ছিল সেই দ্বিজ মহামতি॥ জানিতে কৃষ্ণ দয়া, জানিতে কৃষ্ণ দয়া, পেতে মায়া, তপস্যা করিল। লক্ষ্মী পত্নী হবে এই মনেতে বাঞ্ছিল। হয়ে তার তপে তুষ্ট, হয়ে তার তপে তুষ্ট, জগৎ ইষ্ট, কৃষ্ণ সনাতন। তাহার নিকটে আসি দিলেন দরশন॥ বলিলেন ওহে দ্বিজ, বলিলেন ওহে দ্বিজ, মনোসিজ কিবা অভিপ্রায়। শীঘ্রগতি চাহি লহ বিলম্ব না সয়॥ শুনিয়ে দ্বিজমণি, শুনিয়ে দ্বিজমণি, কহেন বাণী, কৃষ্ণ দয়াময়। পত্নী দান দিয়ে আমার পূরাও আশয়॥ হইবে তব পত্নী, হইবে তব পত্নী, আমার পত্নী, এই সাধটি মনে। বর দিয়ে তুষ্ট করুন এই অভাজনে॥ শুনিয়ে তাহার কথা, শুনিয়ে তাহার কথা, মনে ব্যথা, পেয়ে ভগবান। মনে মনে রহিলেন ক্ষণেক ম্রিয়মান॥ বলিলেন তাহার পরে, বলিলেন তাহার পরে, মৃদুস্বরে, ওহে দ্বিজবর। দিতে পারি পত্নী কিন্তু কার্য্য

গুরুতর ॥ লইলে আমার সতী, লইলে আমার সতী, গুণবতী, নপুংসক হবে। পুরুষত্ব হীন হয়ে তোমার চিরকালটা রবে ॥ শুনিয়ে দ্বিজমণি, শুনিয়ে দ্বিজমণি, বলেন বাণী, তাতে ক্ষতি নাই। হই হব ক্লীব আমি তব পত্নী চাই ॥ শুনিয়ে তাহার কথা, শুনিয়ে তাহার কথা, মর্ম্মে ব্যথা, পেয়ে ভগবান। তথাস্তু বলিয়ে সায় দিলেন তৎস্থান ॥ মশায় সেই দ্বিজ, মশায় সেই দ্বিজ, মনোসিজ, লক্ষ্মী লাভ আশে। ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়ে গো-কুলে প্রকাশে ॥ হইল নামটী আয়ান, হইল নামটী আয়ান, বংশীবয়ান, সকল তিনি জেনে। গোকুলে নন্দের ঘরে তাহার কারণে ॥ জান না রাধার প্রেমে, জান না রাধার প্রেমে, মর্ত্ত্যভূমে হয়ে অবতার। গোকুলে রাখেন গরু বনের মাঝার ॥ কি ভাবে গোকুলেতে, কি ভাবে গোকুলেতে, সকলেতে, কর বিবেচনা। রাধাকে পাইবার আশে মনেতে বাসনা ॥ কিসে হয় মামী তাঁর, কিসে হয় মামী তাঁর, বলগো তার, আদ্যা-শক্তি রাধা। যাহার প্রেমে কল্পতরু মস্তকে বন্ বাধা ॥ সে কেবল কথার কথা, সে কেবল কথার কথা, নয় অন্যথা, বেদের বচন। রাধা তার আদ্যাশক্তি ব্যক্ত জগজ্জন ॥ কাননে বাজিয়ে বাঁশী, কাননে বাজিয়ে বাঁশী, মধুর হাসি, বংশীবট মূলে। কালী তুলে দিয়েছিলেন গোয়ালার কুলে ॥ সে কি সামান্য হরি, সে কি সামান্য হরি, বংশীধারী, গোলকের পতি। রাধা তাঁর আদ্যাশক্তি রাধায় তাঁর মতি ॥ মশায় এ জন্যেতো মশায় এ জন্যেতে, গোকুলেতে, আপনি ভগবান। মামীর পায়ে ধরেছিলেন রাষ্ট্র ত্রিভুবন ॥ এ কথার জবাব হলো, এ কথার জবাব হলো, প্রাণ জুড়ালো, বাবু মহাশয়। একটি কথার চাপান দিব শুন সমুদয় ॥ বল কোনখানেতে, বল কোন-খানেতে, কি জন্যেতে, কোন মুনিবর। ভাদ্রবধূ হরণ কোরে হর্ষিত অন্তর ॥ এ অতি লাজের কথা, এ অতি লাজের কথা, বল্‌তে হেথা করিয়ে প্রকাশ। ভাদ্রবধূ ছুঁতে মানা তার সঙ্গে

বিলাস ॥ বল প্রকাশ করে, বল প্রকাশ করে, নামটি ধরে, কোন মুনিবর। করেছিল হেন কর্ম্ম জগৎ ভিতর ॥ হয়েছি অভিলাষী, হয়েছি অভিলাষী, তাই প্রকাশি, শুন্তে তার কথা, একে একে ব্যাখ্যা করে বলে যাও হেথা ॥ এ কথা মিথ্যা নয়, এ কথা মিথ্যা নয়, পুরাণে কয়, তাই তোরে সুধাই। ভারি ভুরি জারি জুরি জানবো সমুদায় ॥ এক্ষণে আমি আসি, এক্ষণে আমি আসি, মিষ্ট ভাষি, বিদায় হয়ে যাই। এবার এসে শাস্ত্রকথা বল্‌বো সমুদাই ॥ এ কথার জবাব দিবে, এ কথার জবাব দিবে, প্রাণ জুড়াবে তরজার হবে মজা। তরজা কবি নয় আজগুবি, মজার উপর মজা ॥ আয় রে ভাই চুলি দাদা, আয় রে ভাই চুলি দাদা, মিষ্টি সাদা, বাজাও এসে ঢোল। গাঙ্গুলি মশায় আস্‌বে আশোরে বল হরিবোল ॥

বদন ঘোষের আশোর।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

এ ভবে সকলি অসার।
ছু আঁখি মুদিলে রে ভাই কেহ নয় কাহার ॥
তুমি কারে বল আপন আপন হবে কে তোমার ॥
মর্ম্ম কথা বলি তবে শোন,
গুরু যে ধন দান করেছেন অমূল্য রতন,
তাঁর হৃদয় মাঝে স্থাপন করে পূজা কর অনিবার ॥
তিনকড়ি অতি দুরাচার,
বিষয় কাজে মত্ত হয়ে ভ্রমে অনিবার,—
জানে না কি হবে শেষে শমন করিবে প্রহার ॥

কোন মুনি ভাদ্রবধূ হরণ করে তাহার জবাব।
শুন সবে ভক্তিভাবে আমার মুখের বাণী। গোল করোনা

গোল করোনা তোমরা নও অজ্ঞানী ॥ তোমরা কল্লে গোল, তোমরা কল্লে গোল, হবে গোল, আমার পক্ষেতে। গোলে মালে পড়ে গিয়ে পড়বো অস্ত্রাঘাতে ॥ তাইতে করি মানা, তাইতে করি মানা, শাস্ত্র শোনা, এক মনেতে চাই। নৈলে পরে বলবে এ বেটা কিছু জানে নাই ॥ ও বেটা এন্নি পাজি, ও বেটা এন্নি পাজি, হয় গো রাজি, অকাজে সুকাজে। তোমরা হলে মুখ দেখাতে পাত্তে না কো লাজে ॥ ও বেটা বলে চষণ্ডি, ও বেটা বলে চষণ্ডি, তুমি ব্রহ্মণ্ডি, ছোট বড় কিসে এতে দুজনে সমান। তোমায় আমায় গাব তরজা কিসের অপমান ॥ ও বেটা মক্ষিকা হয়ে, ও বেটা মক্ষিকা হয়ে, গিরি লঙ্ঘিয়ে, আপন ইচ্ছায় চায় যাইতে স্বর্গে। তালকাষ্ঠের ডোঙ্গা যেমন পদ্মার মার্গে ॥ মশায় সেই মত, মশায় সেই মত, অবিরত কর্ত্তেছে বাসনা। শাস্ত্র কথা বলে যাব অশাস্ত্রে যাব না ॥ আমায় বলে গেছে, আমায় বলে গেছে, মনে আছে, কোন মুনিবর। ভাদ্রবধূ হরণ করে হর্ষিত অন্তর ॥ বলি তাহার কথা বলি তাহার কথা, আজকে হেথা, করিয়া প্রকাশ। যেই মত লিখিয়াছে শাস্ত্রেতে আভাষ ॥ ছিল শান্তনু রাজা, ছিল শান্তনু রাজা, মহাতেজা, বিশ্বে যার যশ। তাঁর পত্না মৎস্যগন্ধা ভূবনে প্রকাশ ॥ গেল কত দিন, গেল কত দিন, অনুদিন, আহ্লাদে আমোদে। অবশেষে দুই পুত্র জন্মে অবিরোধে ॥ রাখি সে দুই পুত্রে, রাখি সে দুই পুত্রে, কর্ম্মসূত্রে, শান্তনু মরিল। চিত্রাঙ্গদ বিচিত্র বীর্য্য নাম রাষ্ট্র হৈল ॥ গেল কিছু দিন, গেল কিছু দিন, দৈবাধীন যুদ্ধ করিবারে। মরিল যে চিত্রাঙ্গদ হাহাকার করে ॥ রহে বিচিত্রবীর্য্য, রহে বিচিত্রবীর্য্য, স্বভাব ধৈর্য্য, দেখিতে সুন্দর। কাশীরাজের কন্যা সহ হৈল স্বয়ম্বর ॥ মশায় বল্‌বো কত, মশায় বল্‌বো কত, কামে রত অধীর হইয়ে অল্পদিন মধ্যে যান কৃতান্ত আলয়ে ॥ দেখ বিচিত্রবীর্য্য, দেখ বিচিত্রবীর্য্য, হয়ে অধৈর্য্য, সুন্দরী লইয়া। দিবা রাত্রি কেলি

করে কামে মত্ত হইয়া ॥ শুন অবশেষে, শুন অবশেষে, মনাবেশে যত জ্ঞানি জন। যক্ষ্মাকাশ রোগে তাঁর হইল পতন ॥ গেল সে চন্দ্রবংশ, গেল সে চন্দ্রবংশ, তার অংশ, কিছু না রহিল। দেখি মৎস্যগন্ধা শেষে অধীর হইল ॥ আছিল ভীষ্ম তেজা, আছিল ভীষ্ম তেজা, মহারাজা, সাবেক নন্দন। তাঁরে কহে বংশ রক্ষা করহ আপন ॥ আছে দুই ভাদ্রবধূ, আছে দুই ভাদ্রবধূ, অগ্নি সুধু, ক্ষেত্র অকারণ। বীর্য্যদান কর তারে বংশের কারণ ॥ হইলে পুত্র রত্ন, হইলে পুত্র রত্ন, সবার যত্ন, অবশ্য হইবে। এ কথাতে নিন্দা বাছা কেহ না করিবে ॥ শুনে ভীষ্ম কয়, শুনে ভীষ্ম কয়, তা কি হয়, ও কথা বলোনা। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি মি কি জাননা ॥ করেছি যে প্রতিজ্ঞা, করেছি যে প্রতিজ্ঞা, ক রে অবজ্ঞা পাতকে পড়িব। ও কার্য্য করিতে আমি কভু ন। পারিব ॥ মাগো মা তোমার যদি, মাগো মা তোমার যদি, নিরবধি, হয়েছে বাসনা। চন্দ্রবংশ রক্ষা হেতু মনেতে কামনা ॥ তবে এক কার্য্য কর, তবে এক কার্য্য কর, অতঃপর আছে যে বিধান। কহিয়া শুনাই আমি না ভাবিও আন ॥ যখন শ্রীপরশুরাম, যখন শ্রীপরশুরাম, গুণধাম, প্রতিজ্ঞা কারণ। নিঃক্ষত্র করিল ধরা রাষ্ট্র ত্রিভুবন ॥ গেল ক্ষত্রিয়বংশ, গেল ক্ষত্রিয়বংশ, হল নির্ব্বংশ, না দেখি উপায়। দ্বিজগণ তদন্তরে করেন উপায় ॥ লয়ে সব ক্ষত্রিণীরে, লয়ে সব ক্ষত্রিণীরে, তদন্তরে বল প্রকাশিল। তাহার দ্বারায় ক্ষত্রবংশ রক্ষা কৈল ॥ শাস্ত্রেতে হেন কয়, শাস্ত্রেতে হেন কয়, দোষ না হয়, ব্রাহ্মণ উৎসবে। যে ক্ষেত্রে জন্মিবে পুত্র সেই জাতি হবে ॥ এখন সেই দ্বিজবরে, এখন সেই দ্বিজবরে, আহ্বান করে, কর এই কাজ। অবশ্য হইবে পুত্র না সহিবে ব্যাজ ॥ শুনে তার সেই বাণী, শুনে তার সেই বাণী, বাজরাণী, মনেতে ভাবিয়া। অনূঢ়া পুত্রকে ডাকে বিপত্তে পড়িয়া ॥ ছিল যে তাহার সনে, ছিল যে তাহার সনে, বাক্যদানে এইরূপ কথা। বিপত্তে

ডাকিলে মাতা আসিব সর্ব্বথা ॥ হয়েছে বিপদ ভারি, হয়েছে বিপদ ভারি, হায় কি করি, স্মরিল তাহারে। স্মরণে চিন্তিত হৈল ব্যাস মুনিবরে ॥ তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, দ্বীপে জন্ম, তাঁহার কারণ। বেদ রুচি বেদব্যাস শাস্ত্রেতে গণন ॥ মশায় বল্‌বো কত, মশায় বল্‌বো কত, অবিরত থাকে যোগাসনে। মাতৃ আজ্ঞায় যোগ ছাড়ি আইল সেথানে ॥ আহা তাঁর কিবা বেশ, আহা তাঁর কিবা বেশ, হয় আবেশ, মূর্ত্তি চমৎকার। নাড়িতে জড়িত অঙ্গ দাড়ি লম্বাকার ॥ আইল শীঘ্রগতি, আইল শীঘ্রগতি, করে গতি, মাতার নিকটে। মস্তক নোঙায়ে কথা কহেন করপুটে ॥ বলিলেন ওগো মাতা, বলিলেন ওগো মাতা, কেন হেথা, এলো থেলো কেশ। কি করিতে হবে মোরে করুন আদেশ ॥ হয়েছে কিবা বিপদ, হয়েছে কিবা বিপদ, কিবা আপদ, বলুন শীঘ্রগতি। শুনিবারে চাই মা গো সে সব ভারতী ॥ শুনিয়ে ব্যাসের বাণী, শুনিয়ে ব্যাসের বাণী, রাজরাণী, কান্দিতে কান্দিতে। আদ্যোপান্ত যত সব লাগিল কহিতে ॥ বলিলেন শুন বাছা, বলিলেন শুন বাছা, আর বাছা, নাহি প্রয়োজন। দুই পুত্র গেছে মম যমের ভুবন ॥ নাহি আর বংশে কেহ, নাহি আর বংশে কেহ, শূন্য গৃহ, এ রাজভবন। বিধবা দুই ভাদ্রবধূ কর নিরীক্ষণ ॥ তুমি যদি কৃপা করে, তুমি যদি কৃপা করে, এলে ঘরে, ওরে যাদুধন। ভাদ্র-বধূ লয়ে কর বংশের রক্ষণ ॥ শুনিয়ে মায়ের কথা, শুনিয়ে মায়ের কথা, হেট্ মাথা কতক্ষণ রহিল। মাতৃ আজ্ঞায় সায় দিয়ে অগত্যা কহিল ॥ বলিলেন শুন মাতা, বলিলেন শুন মাতা, আমার কথা এই তো নিশ্চয়। এক্ষণে যাইব আমি বিলম্ব না সয় ॥ তবে ঐ বধূদ্বয়ে, তবে ঐ বধূদ্বয়ে, শুদ্ধ হয়ে, এক বৎসর কাল। হবিষ্যান্ন ভুক্ত হয়ে ভজুক গোপাল ॥ হইলে শুদ্ধদেহ, হইলে শুদ্ধদেহ, রাজগৃহ, সুসর্জ্জিত করে। ঋতুস্নান করে যেন আমা প্রতি স্মরে ॥ আসিয়া সেইকালে, আসিয়া সেইকালে,

শুভফলে, পুত্র দিব দান। নিশ্চয় জানিবে মাতা এতে নাহি আন॥ মশায় গো তদন্তর, মশায় গো তদন্তর, মুনিবর, আসিয়া তথায়। ভাদ্রবধূ হরণ করে মায়ের কথায়॥ ওগো সেই ব্যাস মুনি, ওগো সেই ব্যাস মুনি, পুরাণে শুনি, ভাদ্রবধু হরে। অষ্টাদশ পুরাণ যিনি লিখেছিলেন করে॥ ওগো সে নয় সমান্য, ওগো সে নয় সামান্য,ভুবন মান্য, ব্যাস মুনিবর। ভাদ্র-বধূ হরণ করে জান অতঃপর॥ তোমার জবাব হলো, তোমার জবাব হলো, প্রাণ জুড়ালো, সভার সমাজ। একটি কথার চাপান দিব বল দেখি আজ॥ শুন্তে পাই লোকের মুখে,শুন্তে পাই লোকের মুখে,মরি দুঃখে,হায় য় হায়। শকুনি খেলিয়ে পাশা পাণ্ডবে হারায়॥ না জানি কেমন পাশা, না জানি কেমন পাশা, সর্ব্বনাশা, জানিতে কারণ। কিসেতে নির্ম্মিত পাশা বল সে কেমন॥ কেন সে যাহা বলে, কেন সে যাহা বলে, বাক্য ছলে, তাই যে পড়য়। কথার অন্যথা পাশা কখন না হয়॥ অবশ্য কারণ আছে, অবশ্য কারণ আছে,তোমার কাছে শুনিতে বাসনা। সকল শাস্ত্র জান তুমি এইটি কি জান না॥ বল আজ দয়া করে, বল আজ দয়া করে, এই আশোরে, গুণের গুণমণি। তোমার মুখের কথা শুনি আশ্চর্য্য কাহিণী॥ বুঝবো আজ ভারি ভুরি, বুঝবো আজ ভারি ভুরি, দশ হাজারি, তোমার নবাবি। কেমন তরজা গেয়ে বেড়াও শুনিতে আজগুবি॥ এ-ক্ষণে আমি আসি, এক্ষণে আমি আসি, মিষ্ট ভাসি, বিদায় সবে দেও। চাষার ছেলে জবাব দিবে চটোনাকো কেও॥ কোথায় চুলি দাদা, কোথায় চুলি দাদা, মিষ্টি সাদা, বাজাও তুমি ঢোল। বদন ঘোষের ভাঙ্গা গলা ছোট ছোট বোল॥ বাজাবে ভাল করে, বাজাবে ভাল করে, ঘুরে ফিরে, তালে দিয়ে মান। এক্ষণেতে আমি বসি গিয়ে নিজ স্থান॥

তৃতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

বৃহৎ তরজার লড়াই।

চতুর্থ খণ্ড।

আগে আশোর গাঙ্গুলী মহাশয়।

রাগিণী ললিত। তাল মধ্যমান।

হরি হরি হরি বল মন, দিনের নাই বাকি।
কিসেতে রয়েছ ভুলি সে হরিনাম না ডাকি॥
গর্ভেতে জন্মেছ যে দিন, করার করে এলে সে দিন,
দিনের দিন গত কদিন, বাকি কেটে দেখ দেখি॥
আজ কিম্বা কল্য রোজে, ধরবে এসে শমন রাজে,
কে আছে ত্রৈলোক্য মাঝে, নিবারিতে সে বিনে কি॥

শকুনির পাশা কিসে নির্ম্মাণ তাহার জবাব।

কোথায় ত্রিপুরারি প্রেম ভিখারি হরের ললনা। বারে বারে কেন গো মা দিতেছিস্ যাতনা॥ হলো মা দিনের দিন, হলো মা দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, শরীরের হ্রাস। তুমি যে মা শমন দমন শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥ তবে মা আমার প্রতি, তবে মা আমার প্রতি, নিষ্ঠুর মতি, কি জন্যে হয়েছ। বারে বারে ভবে এনে যন্ত্রণা দিতেছ॥ কোথাকার কচ্‌কে বামুন, কোথাকার কচ্‌কে বামুন, দিয়ে আগুন, আপন মুখেতে। আমার সঙ্গে তরজা গায় মরি আক্ষেপেতে॥ যাই যাই চেপে যাই, যাই যাই চেপে যাই, আর কাজ নাই, সময় খারাপ ভাই। নৈলে পরে আচ্ছামতে মনের সাধ মিটাই॥ যেমন ভাই ঘেঁটুরাজে

যেমন ভাই ঘেঁটুরাজে, লোকের মাঝে, করিয়ে যে পূজা। এক লাঠিতে কুকুরমারা ভেঙ্গে কর মজা॥ সেইমত কত্তেম ওরে, সেইমত কত্তেম ওরে, এই আশোরে, দেখতে পেতে সবে। আমি কেমন তরজাওয়ালা জান্তে পাত্তে তবে॥ থাক এখন সে সব কথা, থাক এখন সে সব কথা, আজকে হেথা নাইকো প্রয়োজন। বলে গেছে যে কথাটা তাই বলি এখন॥ বলেছে আমার প্রতি, বলেছে আমার প্রতি, শুন সম্প্রতি, আশ্চর্য্য বারতা। শকুনির পাশা হয় কিসের নির্ম্মাতা॥ সে পাশা কিসের গঠন, সে পাশা কিসের গঠন, করে যতন, শকুনি রেখেছে। যা বলিনা ডাকে পাশা তাহাই যে হয়েছে॥ বলে যাই তাহার কথা, বলে যাই তাহার কথা, আজকে হেথা, প্রকাশ যে করে। শুনিলে হইবে তুষ্ট সন্ধ যাবে দূরে॥ মান্যমান দুর্য্যোধন, মান্য-মান দুর্য্যোধন, জানে জগজ্জন, হস্তিনার রাজা। সৌবলের দৌহিত্র সে সকলে করে পূজা॥ বড় দ্বেষ ভীমের প্রতি, বড় দ্বেষ ভীমের প্রতি, দুষ্টমতি, যখন তখন। পবনপুত্র বলি ডাকি দিতেন গঞ্জন॥ শুনে ভীম ক্রোধমতি, শুনে ভীম ক্রোধমতি, কৃষ্ণ প্রতি বলয়ে বচন। সহ্য নাহি হয় প্রভু অকথ্য কথন॥ দুর্য্যোধন দুষ্টমতি, দুর্য্যোধন দুষ্টমতি, আমার প্রতি, যখন তখন পবনপুত্র বলে ডাকি করয়ে গঞ্জন॥ নাহি হয় সহ্য মোরে, নাহি হয় সহ্য মোরে, বিপদ ঘোরে, তুমি ভগবান। উপায় কি করি তার করুন বিধান॥ শুনে তার বচন ভারি, শুনে তার বচন ভারি, কৃষ্ণ হরি, হাসিতে লাগিল। তার জন্য চিন্তা কি হে ভীম মহীপাল॥ বলি তার বিশেষ কথা, বলি তার বিশেষ কথা, আজকে হেথা, করিয়ে প্রকাশ। তার দর্পের খর্ব্ব কথা শুনহ আভাষ॥ তুমি আজ সভা করে, তুমি আজ সভা করে, পাণ্ডবপুরে, দুর্য্যোধন তরে। নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাও তব অনুচরে॥ আসিলে দুর্য্যোধন, আসিলে দুর্য্যোধন, বলো তখন, আমার বচন। ছাগপুত্র দুর্য্যোধন আছহে কেমন॥ যদি কয়

তোমার প্রতি, যদি কয় তোমার প্রতি, এ কুখ্যাতি, কয় কি কারণ। তুমি বলো জিজ্ঞাসিও মাতাকে আপন॥ পেয়ে সে মনোকষ্ট, পেয়ে সে মনোকষ্ট, যাবে দুষ্ট, তখনি চলিয়া। মাতার কাছে জিজ্ঞাসিলেই যাবে সব মিটিয়া॥ শুনে কয় ভীমসেন, শুনে কয় ভীমসেন, দেরি কেন, এখনি করিব। দুর্য্যোধনে আনিবারে দূত পাঠাইব॥ তখনি দূতে ডাকি, তখনি দূতে ডাকি, পত্র লিখি দুর্য্যোধন আনিতে। পাঠাইয়া দিলেন ভীম হস্তিনাপুরেতে॥ সেখানে দূত গিয়ে, সেখানে দূত গিয়ে, মাথা নোঙায়ে, দুর্য্যোধনের হস্তে। পত্র দিয়ে ফিরে এলো আপনার পুরেতে॥ আইল সন্ধ্যাকালে, আইল সন্ধ্যাকালে, কুতূহলে, রাজা দুর্য্যোধন। ছাগপুত্র এসো বলি করেন সম্ভাষণ॥ এসো হে ছাগপুত্র, এসো হে ছাগপুত্র, মম মৈত্র, রাজা দুর্য্যোধন! তোমা বিনা এ সভা কি হয় হে শোভন॥ এইরূপ বারে বারে এইরূপ বারে বারে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকে দুর্য্যোধনে। ক্রোধপূর্ণ হয়ে রাজা কহিল তখনে॥ কেন হে ভীমসেন, কেন হে ভীমসেন, এমন কেন, কহ কুবচন। বুঝিতে না পারি আমি ইহার কারণ॥ হাসিয়ে ভীম বলে, হাসিয়ে ভীম বলে, কুতূহলে, তুমি কি জানিবে। যে জানে সে জানে আর অন্যে কে জানিবে॥ জিজ্ঞাস মায়ের স্থানে, জিজ্ঞাস মায়ের স্থানে, অতি গোপনে, এই সব কথা। অবশ্য বলিবেন তিনি গুপ্ত যে বারতা॥ এ কথায় রাগ করোনা, এ কথায় রাগ করোনা, তুমি জান না, বিশেষ বিবরণ। জিজ্ঞাসিও মায়ের কাছে জানিবে কারণ॥ শুনিয়ে দুর্য্যোধন, শুনিয়ে দুর্য্যোধন, ক্রোধমন, আর না থাকিল। তখনি হস্তিনাপুরে ত্বরিতে চলিল॥ আসিয়ে মায়ের কাছে, আসিয়ে মায়ের কাছে, বার্ত্তা পুছে, রাজা দুর্য্যোধন। ছাগপুত্র আমি মা গো কিসের কারণ॥ তুমি মা রাজকন্যা, তুমি মা রাজকন্যা, ভুবন মান্যা, রাষ্ট্রে চরাচর। রাজপুত্র হলেন আমি ছাগল কুঙর॥ এ অতি লাজের কথা, এ অতি লাজের

কথা, কি বল্‌বো তা, যে লজ্জা পেয়েছি। বল্‌বো বলে তথ্য তার ফিরিয়া এসেছি॥ নৈলে পর নিয়ে ছুরি, নৈলে পর নিয়ে ছুরি, গলায় মারি, তখনি মরিতাম। আমার এ ছার প্রাণ আর কি রাখিতাম॥ আজ কি না ভীমসেন, আজ কি না ভীমসেন, এ দুর্ব্বচন আমাকে কহিল। দুর্য্যোধন ছাগপুত্র বলিয়া ডাকিল বল মা ইহার কথা, বল মা ইহার কথা, আজকে হেথা, করিয়া প্রকাশ। কি জন্যেতে ছাগপুত্র শুনিব সে ভাষ॥ গান্ধারী হয়ে আকুল, গান্ধারী হয়ে আকুল, না দেখি কুল, কহিলা তখন। সত্য বাছা মিথ্যা নয়, শুনহ কারণ॥ যখন মোর জন্ম হৈল, যখন মোর জন্ম হৈল, ধরাতল, অতি শুভক্ষণ। গণক আনিয়ে পিতা কৈল নিয়োজন॥ দেখে সব গণকগণে, দেখে সব গণক-গণে, ক্রমে গুণে, বলিল বচন। এ কন্যার একটুখানি দেখি অলক্ষণ॥ হবে যার সনে বিভা, হবে যার সনে বিভা, সদ্য কিবা, দুই দিন পরে। অবশ্য যাইতে হবে শমনের ঘরে॥ শুনিয়ে পিতা কন, শুনিয়ে পিতা কন, এ কেমন, শুনি গো বারতা। কি উপায় করিলে ঘুচে হেন অরিষ্টতা। যদি তার বিধি থাকে, যদি তার বিধি থাকে, আজ আমাকে বলে সে বিধান। পরিত্রাণ কর সবে করি আকিঞ্চন॥ শুনিয়ে তারা কয়, শুনিয়ে তারা কয়, কিবা ভয়, ইহার জন্যেতে। অগ্রে একটা পশু সহ হবে বিভা দিতে॥ হইলে প্রথম বিভা, হইলে প্রথম বিভা, আর কিবা, দোষ কেটে যাবে। মরে মর্‌বে সেই পশুটা স্বভাবে অভাবে॥ শুনিয়ে গণক বাণী, শুনিয়ে গণক বাণী, নৃপমণি স্বীকার করিল। ছাগলের সঙ্গে আমার প্রথম বিভা দিল॥ গণনার কিবা জোর, গণনার কিবা জোর, বিপদ ঘোর, ছাগল মরিল। তার পর মোরে তব পিতা বিভা কৈল॥ বলেছে সেই কারণে, বলেছে সেই কারণে, কার স্থানে, জেনে সমাচার। এ কথাটা মিথ্যা নয় জান সরোদ্ধার॥ শুনিয়ে মায়ের বাণী, শুনিয়ে মায়ের বাণী, ক্রোধে অমনি, অনল

সমান। বলে মাতামহ জন্যে আমি হলেম অপমান॥ দেখিব তারে আমি, দেখিব তারে আমি, কি বদনামী, রাজা গান্ধারের। উচিত করিব সাজা এ অত্যাচারের॥ দিয়েছে কন্যা বিভা, দিয়েছে কন্যা বিভা, আবার কিবা, সাহস করিয়া। মম পিতার সেই কন্যা দিল সমর্পিয়া॥ জানিলে মম পিতা, জানিলে মম পিতা, কভু হেথা, তোমায় না আনিত। এত অপমান মোর না হতে হৈত॥ দেখিব কেমন তারে, দেখিব কেমন তারে, আপন জোরে আনিয়া হেথায়। সকলে লাগাব গুলি এই হস্তিনায়॥ তার সপরিবারে, তার সপরিবারে, একগাড়ে, আজকে পাঠাইব। যেমন কর্ম্ম তেম্নি সাজা মজা দেখাইব॥ তখনি ক্রোধ করি, তখনি ক্রোধ করি, শীঘ্র করি, আইল বাহিরে। সৈন্যগণ পাঠাইল গান্ধার নগরে॥ বলে সব সৈন্যগণে, বলে সব সৈন্যগণে, শুন যতনে, আমার বচন। সবান্ধবে ধরে আন গান্ধার রাজন॥ মশায় বল্‌বো কত, মশায় বল্‌বো কত, বুদ্ধি হত, এমনি দুরন্ত। মাতামহ দাদা বলি না হৈল শান্ত॥ গিয়ে সব সৈন্যগণ, গিয়ে সব সৈন্যগণ, আক্রমণ করিল তার পুরী। সবান্ধবে বেঁধে আনে হস্তিনা নগরী॥ যেখানে দুর্য্যোধন, যেখানে দুর্য্যোধন, ক্রোধ মন, বসিয়া সভায়। সেইখানে আনি দিল গান্ধার রাজায়॥ গান্ধার রাজ বিনয়েতে, গান্ধার রাজ বিনয়েতে, যোড়হাতে বলয়ে বচন। কোন অপরাধে আমার দুর্দ্দশা এমন॥ করেছি কি কুকর্ম্ম, করেছি কি কুকর্ম্ম, তাহার মর্ম্ম, কিছু নাহি জানি। লঘু পাপে গুরু দণ্ড কেন দণ্ডপাণি॥ শুনিয়ে দুর্য্যোধন, শুনিয়ে দুর্য্যোধন ক্রোধ মন, বলয়ে বচন। তুমি নাহি জান জানে এ তিন ভুবন॥ দুহিতার কবার বিয়ে, দুহিতার কবার বিয়ে, প্রকাশিয়ে, বল দেখি শুনি। ছাগের সনে বিভা দিয়ে কর রাজরাণী॥ পাবে তার উচিত সাজা, পাবে তার উচিত সাজা, আজকে রাজা, আমার নিকটে। যেইমত কায করেছ করিয়ে কপট॥ কোথায়

সৈন্যগণ, কোথায় সৈন্যগণ, লয়ে এখন, এই সকলেরে। অন্ধ কূপ হত্যাগারে রাখ কারাগারে॥ শুনিয়ে রাজার কথা, শুনিয়ে রাজার কথা, আইল তথা, যত সৈন্যগণ। ধাক্কা মারি লয়ে চলে না শুনে বারণ॥ লয়ে সেই কারাগারে, লয়ে সেই কারাগারে, সকলে পুরে, লাগাইল চাবি। ক্ষুধায় কাতর সবে পড়ে থায় খাবি॥ এখানে দুর্য্যোধন, এখানে দুর্য্যোধন, ক্রোধমন সপ্ত দিন বাদে। ধানে ভাতে মুষ্টি অন্ন পাঠায় গারদে॥ লয়ে যায় সূপকার, লয়ে যায় সূপকার, হাহাকার করিতে করিতে। কি করিবে রাজ আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে॥ খুলে গারদের চাবি, খুলে গারদের চাবি, মনে ভাবি, অন্ন যে থুইল। বাহিরে আসিবা মাত্র পুনঃ চাবি দিল॥ দেখিয়া সেই অন্ন, দেখিয়া সেই অন্ন, গান্ধার রাজন। পুত্র প্রতি বলে বাছা শুন রে বচন। দেখ রে মিলি নয়ন, দেখ রে মিলি নয়ন, অন্ন ব্যঞ্জন, মুষ্টি পরিমাণ। একজন খেলে বাঁচে তাহার পরাণ॥ যদি এই অন্ন খেতে, যদি এই অন্ন খেতে, একান্তেতে, করহ বাসনা। যে পারিবে এই কার্য্য করিতে সাধনা॥ যেমন এ দুর্য্যোধন, যেমন এ দুর্য্যোধন, ক্রোধ মন, আমাদের প্রতি। বিনা দোষে এত কষ্ট দিল দুষ্টমতি॥ করে এই অন্ন পান, করে এই অন্ন পান, মতিমান, দুর্য্যোধন বংশ। যে পারিবে সেই থাক করিতে নির্ব্বংশ॥ শুনি শকুনি কয়, শুনি শকুনি কয়, মহাশয়, ভাবনা কি তার। আমিই এ দুর্য্যোধনে করিব ছারখার॥ আমিই এ অন্ন খাব, আমিই এ অন্ন খাব, জীবিত রব, এ ভারতভূমে। এর বংশ নির্ব্বংশ করিব যে ক্রমে॥ তখন তার পিতা বলে, তখন তার পিতা বলে, নয়ন জলে, ভাসিতে ভাসিতে। আর বিলম্ব নাহি বাছা আমার মরিতে॥ মৃত্যুকাল উপস্থিত, মৃত্যু-কাল উপস্থিত, সমুচিত, শুনহ বিধান। মম মৃত অস্থি তুমি রেখ বিদ্যমান॥ মম এই অস্থি লয়ে, মম এই অস্থি লয়ে, শান্ত হয়ে, করি অনুরাগ। ক্রমে ক্রমে কেটে তারে করো তিনটি

ভাগ॥ তাহাতে পাশার পাটী, তাহাতে পাশার পাটী, পরি-
পাটী, করিবে নির্ম্মাণ। যা বলে ফেলিবে পাশা পড়িবে সে
স্থান॥ করিলে পাশার রণ, করিলে পাশার রণ, কোন জন,
তোমায় না পারিবে। যে জন খেলিবে পাশা সেই হেরে যাবে॥
রেখ খুব যত্ন করে, রেখ খুব যত্ন করে, বলি তোরে, ওরে যাদু-
ধন। এতেই সবংশেতে মজিবে দুর্য্যোধন॥ মশায় আর বল্‌বো
কত, মশায় আর বল্‌বো কত, এই মত বলিতে বলিতে।
জড়তা হইয়া আইল পড়িল ভূমিতে॥ পড়ি সেই অন্ধকূপে
পড়ি সেই অন্ধকূপে, সুবল ভূপে, পরাণ ত্যজিল। সেই অস্থিতে
শকুনি যে পাষ্টি নির্ম্মাইল॥ পাষ্টি তার বাপের হাড়ে, পাষ্টি
তার বাপের হাড়ে, যত্ন করে, শকুনি করেছে। সেই পাশার
জোরে দুর্য্যোধনের বংশটি গিয়েছে॥ বলিলাম পাশার কথা,
বলিলাম পাশার কথা, আজকে হেথা, করিয়া প্রকাশ। মিথ্যা
কথা নয় মহাশয় শাস্ত্রের আভাষ॥ বলিনু উহার জবাব, বলিনু
উহার জবাব, কিসের অভাব ভাবনা নাহি করি। একটি কথার
চাপান দিব শুন কর্ণ ভরি॥ বল কোনখানেতে, বল কোন-
খানেতে, কি জন্যেতে, ঠাকুর কানাই। ত্যজে বাঁশী ধরে অসি
বাঁচিয়েছিলেন রাই॥ এইটির জবাব দিয়ে, এইটির জবাব
দিবে, প্রাণ জুড়াবে শুনিবে সকলে। মধ্য হতে বাহাবা দিব
আমি কুতূহলে॥ এক্ষণে আমি আসি, এক্ষণে আমি আসি,
হাসি খুসি, বিদায় কর সবে। গাঙ্গুলী মশায় আসবে আশোরে
মনের উৎসবে॥ সবে হরি বল, সবে হরি বল, দিন গেল,
এলো কালচর। উচ্চৈঃস্বরে একবারে ডাক হরি হর॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

বৃহৎ তরজার লড়াই।

পঞ্চম খণ্ড।

আগে আশোর গাঙ্গুলী মহাশয়।

কৃষ্ণ বংশী ত্যজে অসি ধরে কোনখানে তাহার জবাব।

বাউলের সুর।

কেন মন ভবে এসে রৈলি তায় ভুলে।
কি হবে রে তোমার গতি জীবন ত্যজিলে॥
জাননা সময়ের গতি, কখন আছি কখন নাই ও মূঢ়মতি,
তুমি আপন গর্ব্বে ঘুরে বেড়াও মিছে সময় খোয়ালে।
যে তোমায় পাঠায়েছে ভবে, বিফলে কাটালি কাল তার ভাবি
রে কবে, ওমন জাননা কি বলে এলি মায়াতে ভুলে গেলে॥

কোথায় শিব-সিমন্তিনী বিপদ নাশিনী। পড়েছি মা ঘোর বিপদে উদ্ধার জননী॥ তুমি মা দুঃখহরা, তুমি মা দুঃখহরা, দুঃখের ভরা, আমাকে দিয়েছে। দয়াময়ী বলে নামে কলঙ্ক নিয়েছ॥ কি দিব তোমায় দোষ, কি দিব তোমায় দোষ, এই আপশোষ, ওমা ও তারিণী। কেউ বা সুখী কেউ বা দুঃখী এ বড় বদনামী॥ সবাই তো তোমার ছেলে, সবাই তো তোমার ছেলে, নেও গো কোলে, বিপদে পড়িলে। সকলেরে সমান ভাব কেন না করিলে॥ করেছ কেউ বা সুখী, করেছ কেউ বা সুখী, কেউ বা দুঃখী, এ কেমন বিচার। মায়ের ছেলে সবাই সমান করে গো আবদার॥ আমি তোর খেপা ছেলে, আমি

তোর খেপা ছেলে, খেলে না খেলে, দেখ না তো চেয়ে। আমার প্রতি এত নিদয় কিসের লাগিয়ে॥ তুমি মা ত্রিনয়নী, তুমি মা ত্রিনয়নী, এক নয়নী, আমার পক্ষেতে। সেই জন্যে আমার প্রতি না দেখ চক্ষেতে॥ যদি সেই আশুতোষ, যদি সেই আশুতোষ, হন সন্তোষ আমার পক্ষেতে। পিতৃধন বলে ঐ চরণ লব সজোরেতে॥ থাক বেটি এখন থাক, থাক বেটি এখন থাক, গুমার রাখ, তুই পাষাণের মেয়ে। আমার পিতার স্বভাব দাতা বলে আছি চেয়ে॥ জানি তোর স্বভাব জানি, জানি তোর স্বভাব জানি, কি বদনামী, যেযা তব সনে। অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে তার রও বন্ধনে॥ আমার তো অস্ত্র নাই, আমার তো অস্ত্র নাই, কেমনে পাই তোর শ্রীচরণ। ভক্তি অস্ত্র মেরে তোকে করিব বন্ধন॥ বাঁধবো তোকে মায়া ডোরে, বাঁধবো তোরে মায়া ডোরে, শক্ত করে, কেমনে কাটাবি। শ্রদ্ধা জবা নিত্য দিব মারিস তায় মারিবি॥ বলেছে বদনা বেটা, বলেছে বদনা বেটা, বাটালি কাটা, কথা একটা বটে। কথা-টার জবাব দিব নৈলে যাবে চটে॥ বলে কোথায় কৃষ্ণ, বলে কোথায় কৃষ্ণ, পুরাতে ইষ্ট, বাঁশরী ত্যজিয়া। অসি ধরে স্ত্রী হলো বল প্রকাশিয়া॥ মশায় গো শুন তবে, মশায় গো শুন তবে, ভক্তিভাবে আমার মুখের বাণী। গোল করোনা গোল করোনা আশ্চর্য্য কাহিনী॥ যখন শ্রীবৃন্দাবনে, যখন শ্রীবৃন্দা-বনে, বনে বনে আপনি নারায়ণ। বাঁশরী বাজায়ে নিত্য কত্তেন গোচারণ॥ ব্রজের সব গোপবালা, ব্রজের সব গোপ-বালা, হয়ে উতলা দেখতে যেতো সবে। বাঁশীর গানে মত্ত হয়ে থাকতো মহোৎসবে॥ গিয়ে সেই বনের ভিতর, গিয়ে সেই বনের ভিতর, ভিতর ভিতর কত্তেন না কি খেলা। বড়াই বুড়ি তার ভিতরে প্রধান ছিল চেলা॥ সেই সব গোপীগণে, সেই সব গোপীগণে, লয়ে বনে, কালার সঙ্গেতে। রাই রাণীকে সাজিয়ে দিত আনন্দ মনেতে॥ নিত্য সেই কালার সনে, নিত্য

সেই কালার সনে, গিয়ে বনে, করতো কত রঙ্গ। দৈবাধীন
এক দিন শুন তার প্রসঙ্গ॥ কুটিলা মনে ভাবে, কুটিলা মনে
ভাবে, নিত্য সবে, এই দুপুরবেলা। কার সঙ্গে বনে গিয়ে
করে নানা খেলা॥ দেখবো আজকে আমি, দেখবো আজকে
আমি, কি বদনামী, রাই আমাদের বউ। একলা থাকে বনের
মধ্যে সঙ্গে না থাকে কেউ॥ যদি সেই কালার সনে, যদি সেই
কালার সনে, সঙ্গোপনে, পিরীত বেধে থাকে। ভাল করে দেখে
এসে বলে দেব মাকে॥ শেষেতে মায়ে ঝিয়ে, শেষেতে মায়ে
ঝিয়ে, দাদাকে কয়ে, দিব তার সাজা। আমিই তো গোকুলের
মধ্যে মেয়ে দলের রাজা॥ তখন সে এত বলি, তখন সে এত
বলি, ক্রোধে জ্বলি, গেল বনের মাঝ: নন্দের বেটা গরু চরায়
আছে রাখাল সাজ॥ কুটিলা ভাবে মনে, কুটিলা ভাবে মনে,
হায় এক্ষণে, বৌ গেল কোথা। কোথা রাখলে কোণের বৌ,
খেয়ে আমার মাথা॥ এই সে ভাবছে মনে, এই সে ভাবছে
মনে, মনাগুণে, এমন সময়। বড়াই বুড়ী সঙ্গে রাইকে পথে
দেখতে পায়॥ বল্‌ছে হয়েছে মজা, বল্‌ছে হয়েছে মজা,
আজকে সাজা, ভাল করে দিব। কেমন পোড়া কাষ্ঠ কৃষ্ণ
এদের নিবখিব॥ আসে এরা নিত্য বনে, আসে এরা নিত্য
বনে, ইহার সনে, পিরীতি করিতে। আজকে বাবা পড়ে
পেছে আমার হাতেতে॥ যা হোক আর সাম্‌নে থেকে, যা
হোক আর সাম্‌নে থেকে, বলে ডেকে, নাহি প্রয়োজন।
গোপনে থেকে দেখি এরা কি করে এখন॥ তখন কুটিলা ধনী,
তখন কুটিলা ধনী, মনে গণি, বনে লুকাইল। রাই সঙ্গে বড়াই
বুড়ী কৃষ্ণকে ভেটিল॥ কুটিলে দূরে থেকে, কুটিলে দূরে থেকে,
এই সব দেখে, মর্ম্মে পেয়ে ব্যথা। বলে আছি আই কলে কি
রাই এ কি লাজের কথা॥ খেয়েছে কুলের দফা, খেয়েছে
কুলের দফা, দফা রফা, একবারে করেছে। সেই জন্য আমার
মনে সন্দেহ হয়েছে॥ আগে যাই আমি বাড়ী, আগে যাই

আমি বাড়ী, বাড়াবাড়ি, আজকে সব বুঝিব। দাদাকে বলে আচ্ছা করে উচিত শাস্তি দিব॥ তখন সে এত বলি, তখন সে এত বলি, ক্রোধে জ্বলি, করিল গমন। নিজ নিকেতনে আসি দিল দরশন॥ রেগে কয় মায়ের প্রতি, রেগে কয় মায়ের প্রতি, শুন সম্প্রতি, তোমার বউয়ের কথা। কি বল্‌বো আবাগের বেটী খেয়ে বসেছে মাথা॥ গিয়ে সেই গহন বনে, গিয়ে সেই গহন বনে, কালার সনে, বাধিয়েছে পিরীত। কি বল্‌বো মা অধিক কথা হিতে বিপরীত॥ লয়ে সেই বড়াই বুড়ী, লয়ে সেই বড়াই বুড়ী, কড়ে রাঁড়ি, বাধিয়েছে এ লেটা। নন্দের বেটা বড় ঠেঁটা, কম দুষ্ট কি সেটা॥ আছে কি দাদা ঘরে, আছে কি দাদা ঘরে, শীঘ্র করে ডেকে আমায় দেও। তোমার বউয়ের গুণ কত যত্ন করে নেও॥ আছিল আয়ান ঘরে, আছিল আয়ান ঘরে, শীঘ্র করে, বাহিরে আসিয়া। বলে কি হয়েছে ও কুটিলে বল প্রকাশিয়া॥ বল্‌তেছিস গহন বনে, বল্‌তেছিস গহন বনে, কালার সনে, আমার শ্রীমতী। পিরীতেতে মজে গেছে হয়েছে অখ্যাতি॥ জানি জানি তোরে জানি, জানি জানি তোরে জানি, তুই পাপিনী, এই ব্রজপুরে। তা নৈলে এমন কথা কেবা প্রকাশ করে॥ চল যাই দেখি গিয়ে, চল যাই দেখি গিয়ে, কৃষ্ণে লয়ে, কেমন শ্রীমতী। করেছে পিরীত বলে কত্তেছিস অখ্যাতি॥ এই নিলাম হাতে লাঠি, এই নিলাম হাতে লাঠি, যদি ঘাটি হয় এক রতি। তবে তোরে এই লাঠিতে মারিব সম্প্রতি॥ তখন কুটিলে বলে, তখন কুটিলে বলে, যা বলিলে, সেই কথা মধুর। আমি তোমার কুচ্ছ করি এই ব্রজপুর॥ শুনিয়ে তোমার কথা, শুনিয়ে তোমার কথা; আজকে হেথা, অঙ্গ জ্বলে গেল। চল দেখি গিয়া মন্দ কিবা ভাল॥ তুমি তো বলেছ মন্দ, তুমি তো বলেছ মন্দ, আমার সঙ্গ, নাহি হয় মনে। নিজ চক্ষে দেখে আমি ক্ষান্ত দিব মনে॥ যদি না মিলে কথা, যদি না মিলে কথা, তোমার